লেখাপড়ায় হাতেখড়ি

৩ থেকে ৭ বছরের শিশুদের
কী শেখাব কীভাবে শেখাব

প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ

বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পাঠ সংকলন

Lekhaporaay Haathekhari – Prothom O Dwitio Dhap

By Sutanu Bhattacharya

Third (Revised) Edition November 2022

Second Edition: March 2020
First Edition: August 2018

© Sutanu Bhattacharya

Published by:
Sutanu Bhattacharya
63/114B Prince Anwar Shah Road
Rhineview Flat 5B, Kolkata 700045
Contact: (+91)9433064877/(+91) 9831943859
E-mail:sutnbh@gmail.com
Website: https://vidyacharcha.in

Printed by:
Biswajyoti Sarkar
S. R. Printers
62/A Baithakkhana Road, Kolkata 700009, India
Contact: (+91) 9830168575

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher and copyright owner.

NOT FOR SALE

This study material, developed at Phuldanga Bidyacharcha Kendra, Shyambati, Birbhum, West Bengal, is meant for free distribution for education and learning purposes. Care has been taken not to violet any existing copyright or intellectual property right. If any copyright is inadvertently infringed, please notify the publisher for corrective action.

এই বইটা কেন

আজকাল স্কুলশিক্ষার সরকারি নিয়ম—শিশুদের ৩+ বয়েস থেকে প্রাক্-প্রাথমিক, যাকে বলে নার্সারি, আর ৬+ বয়েসে প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণি। এই বয়েসের শিশুরা নিজেরাই বই পড়বে এমনটা নিশ্চয় আশা করা যায় না । অথচ, বাজারে মেলে নানা রঙের রঙীন ছবিতে ভরা, বড় বড় হরফে ছাপা মোটাসোটা বই, যা নাকি শিশুদের লেখাপড়ার পাঠ্য বই। এমনকি সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে দেওয়া প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণির পাঠ্য, 'আমার বই' হল ৫২৪ পৃষ্ঠার একটি বড় সাইজের বই! শিশুর পড়ার বইয়ের হরফ নাকি বড় হতে হয়—ছাপার প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বাজারে এটাই প্রচলিত। আসলে কিন্তু ঠিক উল্টো। পড়ার হরফ ছোটই চাই। শিশুচোখের দৃষ্টির মাপে স্বাভাবিক হরফই যথেষ্ট বড় দেখায়।

এই বইটার নামেই বলা আছে, নানান রঙচঙে ছবিতে শিশু-ভোলানো বই আদৌ এর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, লেখাপড়ার শুরুতে এই বয়েসের শিশু যেটুকু যেভাবে নিতে পারে সেটুকুই স্পষ্ট করে ধাপে ধাপে ভেঙে শেখানো। হাতেখড়ি থেকে শুরু করে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে বাংলা, অঙ্ক, ও ইংরেজি শেখার যা কিছু আছে, তা সবই এখানে দুটি ছোট পুস্তিকায় চারটি ধাপে দেওয়া আছে। অধিকন্তু, ইস্কুলের পাঠ্য বইয়ে নেই এমন কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়, যেমন আঙুলের কর গুনে সংখ্যার ছোটখাটো যোগ-বিয়োগ করা, ঠিকভাবে পেনসিল ধরা, টানা হাতে লেখা, ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ, ইত্যাদি রাখা আছে।

এক একটি ধাপ শেখাতে লাগবে মোটামুটিভাবে ছয় মাস। এই হিসাবে এই দুটি পুস্তিকা ধরে মোট দুই বছরে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম শেখানো সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। যদিও এমন সময় সীমা বেঁধে সকল শিশুই যে শিখে ফেলবে তা আশা করা যায় না। কেউ একটু আগে, কেউ একটু পিছে ছুটবে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছবে সকলেই।

শিশু-চোখে দেখার ও শিশু-হাতে নাড়াচাড়ার উপযোগী, আকার আয়তনে ছোট পুস্তিকা হতে হবে—এই ভাবনা থেকে রঙীন ছবি ইত্যাদির যাবতীয় বাহুল্য বর্জন করে যা শেখার যতটুকু শেখার সেটুকুই রাখা হল। পুস্তিকা দুটো গত কয়েক বছর যাবৎ বীরভূমের ফুলডাঙা বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে ৩-৭ বছরের শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। আরও অনেক শিশুর লেখাপড়া শেখায় সহায়ক হতে পারলে এই পুস্তিকা সার্থক হয়।

অগাস্ট ২০১৮

ফুলডাঙা বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বীরভূম

সুতনু ভট্টাচার্য

	প্রথম ধাপে কী কী শিখবে		দ্বিতীয় ধাপে কী কী শিখবে
	বাংলা		**বাংলা**
1	বাংলা ছড়া বলা	1	বর্ণ সাজিয়ে শব্দ — বানান করে পড়া
2	সবকটা বাংলা বর্ণ পরপর বলতে পারা	2	কার-চিহ্ন দিয়ে যুক্তবর্ণ — বানান করে পড়া
3	এলোমেলো লেখা বাংলা বর্ণ চিনে বলা	3	খণ্ড-ত, অনুস্বার, বিসর্গ, ও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার
4	বাংলা বর্ণগুলো লিখতে পারা		
	অঙ্ক		**ইংরেজি**
5	তুলনা করে পরিমাপের ধারণা ও দিক কী করে বোঝায়	4	ইংরেজি বর্ণ চেনা ও বলা
6	10 পর্যন্ত সংখ্যা পরপর বলতে পারা	5	ইংরেজি বর্ণ লেখা
7	এলোমেলো লেখা 10 পর্যন্ত সংখ্যা চিনে বলা		
8	কাঠি গুনে সংখ্যাটা বলা		
9	10 পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারা		
			অঙ্ক
		6	1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও বলা
		7	সহজ যোগের ধারণা—দশ পর্যন্ত সংখ্যার
		8	1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে সহজ যোগ
		9	হাতের আঙুলে কর গুনে যোগ করা — কুড়ি পর্যন্ত

	তৃতীয় ধাপে কী কী শিখবে		চতুর্থ ধাপে কী কী শিখবে
	বাংলা		**বাংলা**
1	ব্যঞ্জনবর্ণে (্) হসন্ত চিহ্ন বোঝা, পড়া ও লেখা	1	বানান না-করে টানা পড়তে শেখা (ছড়া)
2	ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ বোঝা	2	ঠিকভাবে পেনসিল ধরা ও টানা হাতে বাংলা লেখা
3	ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণে রেফ ও ফলা চিহ্ন	3	অর্থ বুঝে বাক্য পড়তে শেখা (গদ্য) — প্রশ্ন ও উত্তর লেখা
4	অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ পড়া ও বলা		
5	সাধারণ ব্যবহারের ন্যূনতম বাংলা শব্দ চেনা		
	ইংরেজি		**ইংরেজি**
6	ইংরেজি বর্ণ উচ্চারণ ও বর্ণ সাজিয়ে শব্দ পড়া 1. বর্ণ উচ্চারণ ধ্বনি দিয়ে বলা 2. ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্ত উচ্চারণ 3. স্বরবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণ 4. স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ	4	কয়েকটা সাধারণ শব্দ জানা, পড়া, বলা
		5	টানা হাতে ইংরেজি লেখা
	অঙ্ক		**অঙ্ক**
7	সহজ বিয়োগের ধারণা — 10 পর্যন্ত	6	100 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন
8	কাঠি গুনে সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ — 20 পর্যন্ত	7	100 পর্যন্ত সংখ্যার সহজ যোগ ও বিয়োগ
9	হাতের আঙুলের কর গুনে বিয়োগ— 20 পর্যন্ত		
10	100 পর্যন্ত সংখ্যা চেনা, বোঝা, পড়া, বলা ও লেখা		
11	সংখ্যার দশের ঘর ও একের ঘর বোঝা		

পাঠ পরিকল্পনা – প্রথম ধাপ

প্রাক্-প্রথমিকের শিশুকে প্রথম দিন থেকেই লেখাপড়া শেখানো শুরু করে দেওয়া যায় না। শিশুকে এই প্রথম একটি জায়গাতে স্থির হয়ে বসতে হচ্ছে লেখাপড়া করার জন্য, যা তারা আগে কখনও করেনি। শিশুদের চঞ্চলতাই স্বাভাবিক। একে শান্ত করে ওদেরকে এক জায়গায় বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকা শেখাতে হলে প্রথমেই লেখা পড়া নয়, কিছু আকর্ষণীয় বিষয়ের সাহায্য নিতে হবে—যেমন, ছড়া বলা, গল্প বলা, শিশুদের উপযোগী নাচ-গান করা ইত্যাদি, ও মাঝে মধ্যে কাগজের পাতায় রঙ-পেনসিল ব্যবহার করা। শিশুদের উপযোগী ছড়া, গান, গল্প, খেলাগুলি ভেবে জোগাড় করে রাখতে হবে। শিশুকে প্রথম দু-তিন সপ্তাহ সময় দিতে হবে এইসবের মধ্যে দিয়ে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে। আরম্ভ করা যেতে পারে কয়েকটা ছড়া বলা শেখানো দিয়ে। কিন্তু শেখাতে হবে ছড়া বলা যেন জোরে আর স্পষ্ট হয়। তাড়াতাড়ি বলা নয়। জোরে ছড়া বলায় উচ্চারণ স্পষ্ট হবে, জড়তা এবং ভয় কাটবে। **যাঁরা শেখাবেন তাঁদের জন্য কয়েকটা বাংলা ও ইংরেজি ছড়া** পুস্তিকার সংযোজনে রাখা আছে । শিশু কতটা কী শিখল যাচাই করার পদ্ধতি কেমন হবে বলে দেওয়া আছে।

অনেক শিশুই অ, আ, ক, খ, বা এক, দুই, তিন বা এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি শব্দগুলোই শোনেনি, বলেনি। তাই প্রথমে এগুলো পরপর শুনে বলা শেখাতে হবে যাতে মনে রাখতে পারে। এরপর হবে লেখা পড়ার প্রথম ধাপে শেখানো—

বাংলা

1. বাংলা বর্ণ চেনা ও বলা
2. কয়েকটা বর্ণের নাম ও ধ্বনি
3. আঁকা দিয়ে বর্ণ লেখা শেখা

অঙ্ক

4. তুলনা করে পরিমাপের ধারণা ও দিক কী করে বোঝায়
5. অঙ্কের বর্ণ চেনা (1–10) বলা ও কাঠি গুনে বোঝা
6. অঙ্কের বর্ণ লেখা
7. 1 থেকে 10 সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন

প্রত্যেক শিশুকে বইটা দিতে হবে, উল্টে-পাল্টে দেখা ও পড়া দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। শিশুদের বই দেওয়ার সময় অবশ্যই বলে দিতে হবে বইয়ের যত্ন নিতে ।

বই উল্টো ভাঁজ করবে না, দুটো পাতাই খোলা থাকবে ।
পাতা মুড়বে না, কোনও দাগ কাটবে না ।

1.1 বাংলা পাঠ: বর্ণ চেনা ও বলা

সবগুলো বর্ণ একসাথে নয়। পাঁচ-ছটি করে বর্ণ এলোমেলো সাজিয়ে একটা একটা করে বর্ণ আঙুল দিয়ে পড়ে চেনাতে ও বলাতে হবে। কয়েকটি বর্ণের সামনে বন্ধনীতে বর্ণের নাম দেওয়া আছে ধ্বনির পার্থক্য বোঝাতে। এগুলি নাম দিয়ে বলে চেনাতে হবে। কিন্তু শব্দে উচ্চারণ হবে শুধু ধ্বনিটার ।

অ আ (হ্রস্ব)-ই (দীর্ঘ)-ঈ (হ্রস্ব)-উ (দীর্ঘ)-ঊ

আ	ঊ	ঈ	অ	উ	ই	ই	আ	ঊ	অ	ঈ	উ
ঊ	ঈ	আ	অ	উ	ই	ঈ	অ	উ	ই	ঊ	আ
অ	উ	ই	ঊ	আ	ঈ	উ	ই	আ	ঊ	অ	ঈ

ঋ এ ঐ ও ঔ

ও	ঋ	এ	ঔ	ও	ঋ	ও	এ	ও	ঔ
এ	ও	ঋ	ঐ	ঔ	ও	ঋ	ঔ	ঐ	এ
ঋ	ঔ	ঐ	এ	ও	ঐ	ও	এ	ঋ	ঔ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

অ	আ	ই	ঋ	এ	ঐ	ঈ	ঊ	উ	ও	ঔ
এ	ই	ঋ	আ	ঈ	ঊ	অ	উ	ঐ	ঐ	ও
ঋ	ঈ	এ	ঊ	ঐ	ও	আ	উ	ঐ	অ	ই

ক খ গ ঘ ঙ

ঙ	ঘ	ক	খ	গ	ক	ঘ	গ	ঙ	খ
গ	ঙ	ক	ঘ	খ	খ	ঙ	ক	গ	ঘ
খ	ঘ	ক	ঙ	গ	ঙ	ক	ঘ	খ	গ

চ ছ (বর্গীয়)-জ ঝ ঞ

চ	জ	ছ	ঞ	ঝ	জ	ঝ	ছ	চ	ঞ
ছ	ঞ	ঝ	জ	চ	চ	ঞ	জ	ঝ	ছ
চ	ঝ	জ	ছ	ঞ	ঞ	ঝ	জ	চ	ছ

ট ঠ ড ঢ (মূর্ধন্য)-ণ

ড	ঠ	ণ	ঢ	ট	ঠ	ণ	ড	ট	ঢ
ঢ	ঠ	ড	ণ	ট	ণ	ড	ঠ	ঢ	ট
ঠ	ঢ	ট	ড	ণ	ট	ণ	ঢ	ঠ	ড

ত থ দ ধ (দন্ত্য)-ন

ন	থ	ধ	ত	দ	থ	দ	ধ	ন	ত
দ	থ	ধ	ন	ত	ধ	ত	দ	ন	থ
ধ	ন	দ	থ	ত	ত	ধ	ন	দ	থ

প ফ ব ভ ম

ম	ব	ভ	প	ফ	ভ	ফ	ম	ব	প
ম	ব	ভ	প	ফ	প	ম	ভ	ফ	ব
ভ	প	ফ	ম	ব	ফ	প	ম	ব	ভ

(অন্তস্থ)-য (ব-এ শূন্য)-র ল (তালব্য)-শ (মূর্ধন্য)-ষ

ষ	শ	ল	য	র	ল	শ	য	ষ	র
শ	ল	ষ	র	য	র	য	ল	শ	ষ
ল	ষ	শ	য	র	ষ	য	র	ল	শ

(দন্ত্য)-স হ (ড-এ শূন্য)-ড় (ঢ-এ শূন্য)-ঢ় (অন্তস্থ)-য়

য়	ঢ়	ড়	হ	স	ঢ়	স	হ	ড়	য়
ড়	হ	য়	স	ঢ়	হ	ড়	ঢ়	য়	স
ঢ়	ড়	য়	স	হ	ড়	স	হ	য়	ঢ়

(খন্ড-ত)-ৎ (অনুস্বার)-ং (বিসর্গ)-ঃ (চন্দ্রবিন্দু)-ঁ

ং	ঁ	ঃ	ৎ
ঃ	ং	ৎ	ঁ
ৎ	ঃ	ঁ	ং

এবারে সবগুলো বর্ণ চেনা

অ	আ	ই	ঋ	এ	ঐ	ঈ	ঊ	উ	ও	ঔ
এ	ই	ঋ	আ	ঈ	ঊ	অ	উ	ঐ	ঔ	ও
ঋ	ঈ	এ	ঊ	ঔ	ও	আ	উ	ঐ	অ	ই

য়	ক	ঙ	ঝ	ড	থ	ব	ত	ৎ	প
ষ	ঢ়	খ	চ	ঞ	ঢ	দ	ধ	ভ	ম
স	শ	ড়	গ	ছ	ট	ণ	ফ	ং	ঁ
য	র	ল	হ	ঘ	জ	ঠ	স	ন	ঃ

মনে রাখার জন্য পর পর সাজানো

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

1.2 বাংলা পাঠ: কয়েকটা বর্ণের নাম ও ধ্বনি

কয়েকটি বর্ণের প্রায় একই রকম ধ্বনি উচ্চারণ হয়। তাই এই বর্ণগুলো চেনার জন্য আলাদা করে নাম দেওয়া হয়। সেই নামটা কিন্তু তাদের ধ্বনি নয়। পরে শব্দ পড়ার সময় এই বর্ণগুলো নাম দিয়ে পড়লে সমস্যা হবে। পড়তে হবে ধ্বনি দিয়ে। তাই এই বর্ণগুলো চেনার সময় আমরা নাম দিয়ে চেনালেও বলে দেব যে শব্দের মধ্যে পড়ার সময় ধ্বনি দিয়েই পড়তে হবে। এগুলো হল —

বলা হয়	বর্ণ	বলা হয়	বর্ণ	বলা হয়	বর্ণ
হ্রস্ব	ই	দীর্ঘ	ঈ		
হ্রস্ব	উ	দীর্ঘ	ঊ		
বর্গীয়	জ	অন্তস্থ	য		
দন্ত্য	ন	মূর্ধন্য	ণ		
অন্তস্থ	য়		অ		
ব-এ শূন্য	র	ড-এ শূন্য	ড়	ঢ-এ শূন্য	ঢ়
দন্ত্য	স	তালব্য	শ	মূর্ধন্য	ষ

এছাড়া, শব্দের মধ্যে অন্য ধ্বনির সাথে মিশে ছাড়া আলাদা উচ্চারণ করা যায় না এমন কয়েকটা বর্ণ আছে। এগুলি আসলে বর্ণ নয়, চিহ্ন। এদেরও নাম দিয়ে বলতে হয়। এগুলো হল —

খণ্ড-ত	ৎ	বলে দেখো	কৎ
অনুস্বার	ং	বলে দেখো	কং
বিসর্গ	ঃ	বলে দেখো	কঃ
চন্দ্রবিন্দু	ঁ	বলে দেখো	কঁ

শেখাবার সময় তাই বলে রাখা ভাল যে প্রায় একই উচ্চারণ, বা আলাদা করে উচ্চারণ হয় না, এমন বর্ণগুলোর নাম দেওয়া হয় আলাদা বোঝাতে। কিন্তু শব্দের মধ্যে এই বর্ণগুলো পড়তে হবে ধ্বনি দিয়ে, নাম দিয়ে নয়।

1.3 বাংলা পাঠ: আঁকা দিয়ে বর্ণ লেখা শেখা

আগে এই রেখাগুলো স্লেটে আঁকা শেখাও তীর চিহ্ন অনুযায়ী হাত চালিয়ে।

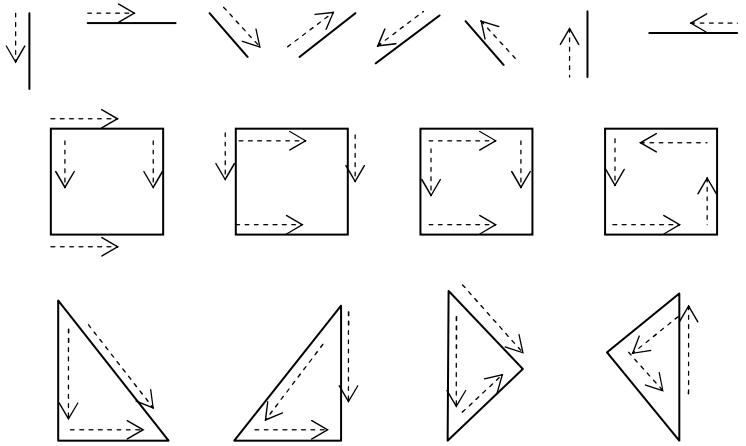

এবারে এই কটা বর্ণ লেখো তীর চিহ্ন অনুযায়ী হাত চালিয়ে। এখন শেখার জন্য বর্ণের ওপরের মাত্রাটা আগে দিয়ে নিলে সুবিধা হয়।

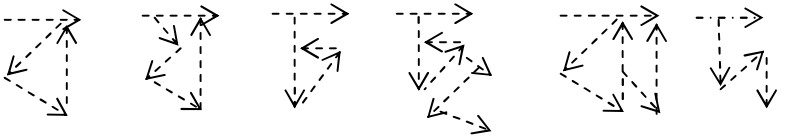

এবারে এই রেখাগুলো স্লেটে আঁকা শেখাও তীর চিহ্ন অনুযায়ী হাত চালিয়ে।

এবারে এই বর্ণগুলো লেখো তীর চিহ্ন অনুযায়ী হাত চালিয়ে। এখন শেখার জন্য বর্ণের ওপরের মাত্রাটা আগে দিয়ে নিলে সুবিধা হয়।

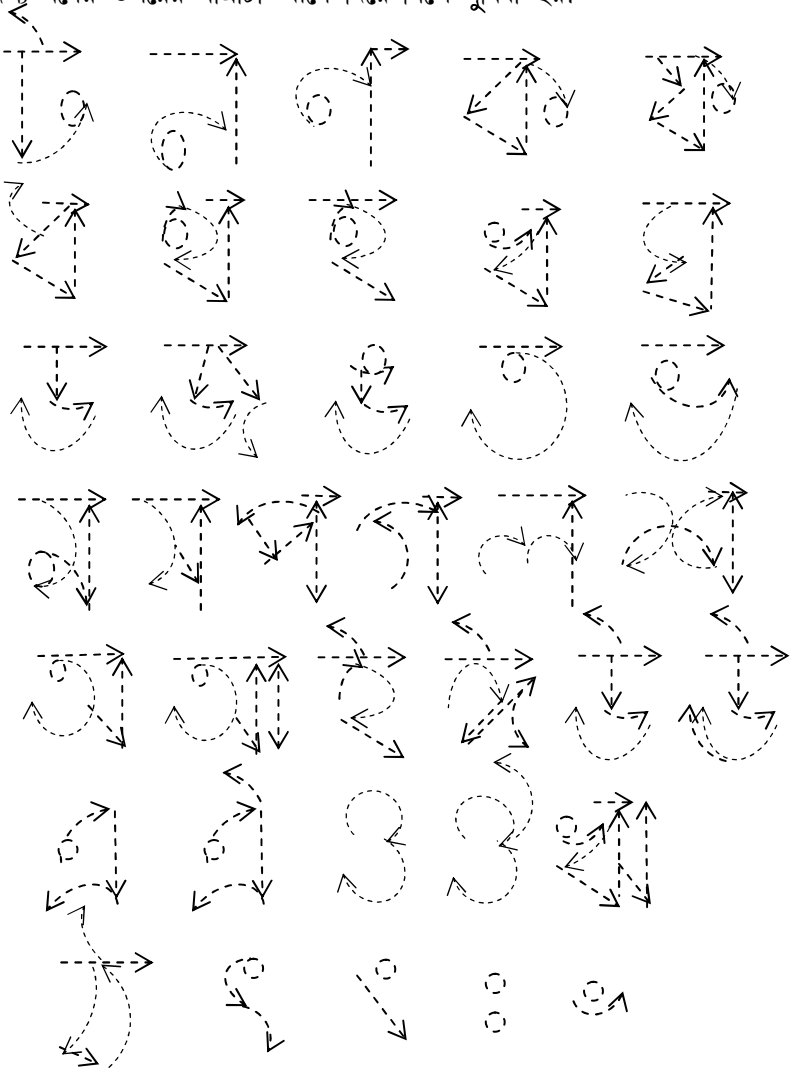

1.4 অঙ্ক পাঠ: শেখো তুলনা করে পরিমাপের ধারণা ও দিক কী করে বোঝায়

কাছে দূরে

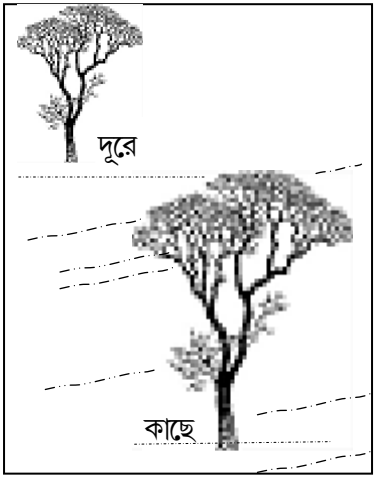

নিচের ছবিটা দেখে বলো

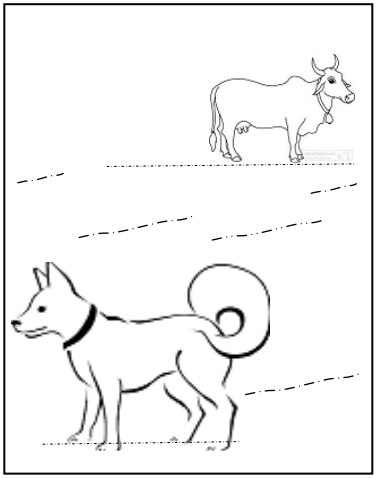

ছোট বড়

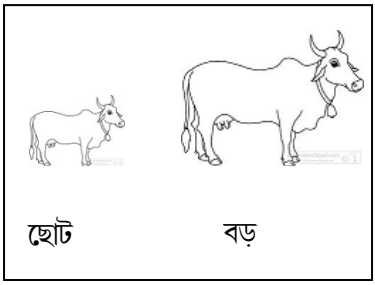

নিচের ছবিটা দেখে বলো

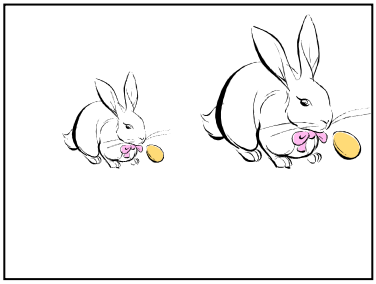

বেঁটে লম্বা

নিচের ছবিটা দেখে বলো

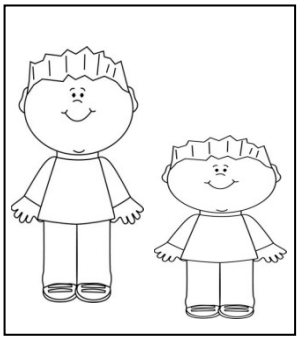

হাল্কা ভারী

নিচের ছবিটা দেখে বলো

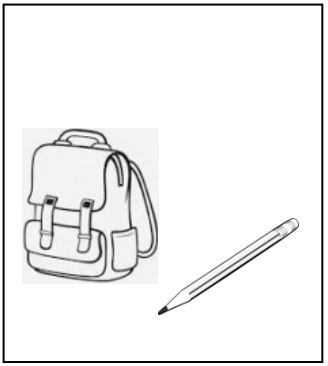

কম বেশি

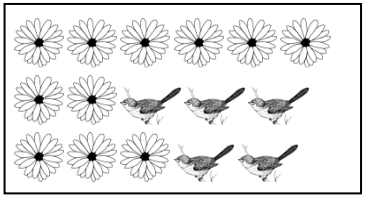

নিচের ছবি দেখে বলো

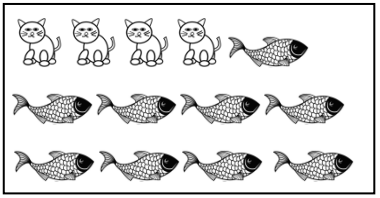

ফুল বেশি, পাখি কম

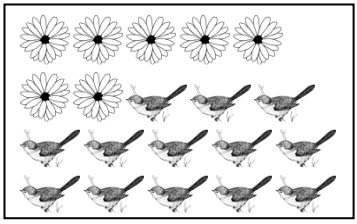

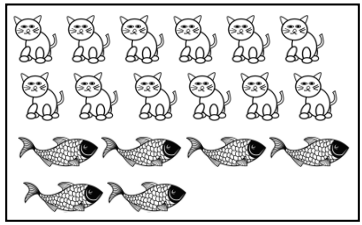

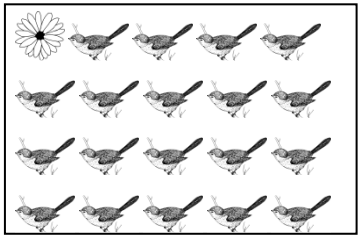

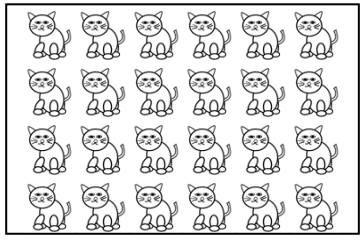

ফুল একটা মাত্র, পাখি অনেক

মাছ একটাও নেই, সব কটা বেড়াল

শেখো: দিক কী করে বোঝায়

সামনে (আগে)	**পিছন পেছন (পিছনে, পরে)**
ওপর (ওপরে)	**নিচ (নিচে), পাশ (পাশে)**
উঁচু	**নিচু**
ডান (ডাইনে, ডানদিকে)	**বাঁ (বাঁয়ে, বাঁদিকে)**

1.5 অঙ্ক পাঠ: অঙ্কের বর্ণ চেনা, বলা ও কাঠি গুনে সংখ্যা বোঝা

এক	**1**	|	ছয়	**6**	||||||
দুই	**2**	||	সাত	**7**	|||||||
তিন	**3**	|||	আট	**8**	||||||||
চার	**4**	||||	নয়	**9**	|||||||||
পাঁচ	**5**	|||||	দশ	**10**	||||||||||

এলোমেলো করে সাজানো বর্ণগুলো আঙুল দিয়ে পড়ে সংখ্যা হিসাবে চেনা

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	8	9	4	7	6	8	10	9
9	3	1	8	7	4	10	6	9	8
6	7	3	1	10	1	4	9	6	3
6	9	10	3	1	8	10	4	2	6

1.6 অঙ্ক পাঠ: অঙ্কের বর্ণ লেখা

তীর চিহ্ন অনুযায়ী লেখা অভ্যেস করতে হবে, প্রথমে স্লেট-পেনসিলে।

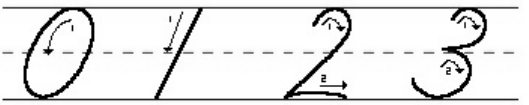

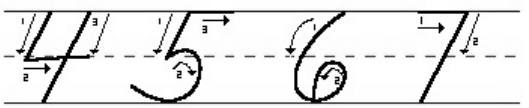

1.7 অঙ্ক পাঠ: 1 থেকে 10 সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন

বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যা চেনা

আমরা আজকাল ইংরেজি সংখ্যার ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই দেখি। তাই বাংলা ও ইংরেজি দুরকম ভাবেই সংখ্যা লেখার বদলে ইংরেজিতে লেখা সংখ্যা চেনাই ভাল, যদিও এগুলিকে আমরা বাংলাতেই বলব।

বাংলা সংখ্যা	**১**	২	৩	**৪**	৫	৬	৭	৮	৯	**১০**
ইংরেজি সংখ্যা	1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10

সংখ্যা চেনা ও বলা — 10 পর্যন্ত

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

সংখ্যা বোঝা — কটা কাঠি আছে গোনা

কিচ্ছু নেই	0 (শুধু শূন্য মানে কিচ্ছু নেই)	
একটা আছে	।	1
দুটো আছে	। ।	2
তিনটে আছে	। । ।	3
চারটে আছে	। । । ।	4
পাঁচটা আছে	। । । । ।	5
ছটা আছে	। । । । । ।	6
সাতটা আছে	। । । । । । ।	7
আটটা আছে	। । । । । । । ।	8
নটা আছে	। । । । । । । । ।	9
দশটা আছে (আর নেই)	। । । । । । । । । ।	10

লক্ষ করো:

কাঠি এক এক করে বেড়ে পরের সংখ্যাটা হচ্ছে।

9 পর্যন্ত সংখ্যা লেখায় একটা করে অঙ্ক আছে। কিন্তু 10 সংখ্যাটা লেখায় দুটো অঙ্ক আছে —প্রথম অঙ্কটা 1 আর তার ডান পাশে আছে 0।

মনে রাখো, শুধু শূন্য কোনও সংখ্যা নয়, কিন্তু অন্য সংখ্যার পরে বসে সেই সংখ্যার দশটাকে বোঝায়—যেমন, 10, 20, 100, 1070। এগুলি পরে শিখবে।

সংখ্যা গোনা — পাশে লেখো কটা বাক্স আর কটা বল আছে (প্রথম কয়েকটা করে দেওয়া আছে)

□□□□	4	○○○	3	□□	2
□□□		○○		□□□□□□□□	
□□□□□		○○○○○		□□□□□	
□□□□□		○○○○		□□□□□□□	
□□□□□		○○○		□□□□□□□□	
○○○○○		□□□□		○○○○○○○○○	
○○○○		□□□□□		□□□□□□	
○○○○○○		□□□		○○○○○○○○	
○○○○○○		○○○○		□□□□□□□□□□	
○○○○		○○○○○		○○○○○○○○○○	

কালো বল আর সাদা বল কটা আছে পাশে লেখো

কালো বল	কটা বল	সাদা বল	কটা বল	কালো আর সাদা মিলে মোট	কটা বল
●	1	○	1	●○	2
●●	2	○	1	●●○	3
●		○○○		●○○○	
●●		○○○		●●○○○	
●●		○○○○		●●○○○○	
●●●		○○○○○○		●●●○○○○	
●		○○○○○○○		●○○○○○○○○○	
●●●●●●		○○○		●●●●●●○○○	

কালো মুখ আর সাদা মুখ—কোন্‌টা কটা ও মোট কটা আছে নিচে লেখো

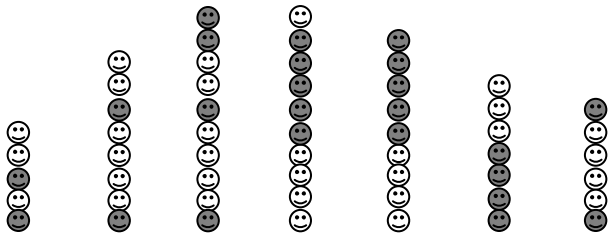

কালো ☺	2						
সাদা ☺	3						
মোট ☺☺	5						

কোন্‌টা বেশি ও কটা বেশি পাশে লেখো — কালো বল, না সাদা বল

কালো বল আর সাদা বল আছে	কালো ●	সাদা ○	কটা বেশি
●○○	1	2	1
●●○			
●○○○			
●●●○○			
●●○○○○			
●●●○○○○			
●○○○○○○○○			
●●●●●●○○○			
●●●●●○○○○			
●○●●○○○			

দুটোর মধ্যে বড় সংখ্যাটা পাশের বাক্সে লেখ

2	4		5	8		8	9		1	3	

5	2		9	6		3	5		2	4	

যেটা দেওয়া আছে তার ঠিক আগের আর পরের সংখ্যা পাশে লেখো

	আগের সংখ্যা	পরের সংখ্যা
5	4	6
3		

	আগের সংখ্যা	পরের সংখ্যা
8		
4		

	আগের সংখ্যা	পরের সংখ্যা
6		
7		

মনে রাখো, এক বেড়ে পরের সংখ্যাটা হয় আর এক কমে আগের সংখ্যাটা হয়।

পাঠ পরিকল্পনা – দ্বিতীয় ধাপ

দ্বিতীয় ধাপ

বাংলা

1. বর্ণ সাজিয়ে শব্দ — বানান করে পড়া, বলা, লেখা
2. কার-চিহ্ন দিয়ে যুক্তবর্ণ — বানান করে পড়া, লেখা
3. খণ্ড-ত, অনুস্বার, বিসর্গ, ও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার

ইংরেজি

4. ইংরেজি বর্ণ চেনা ও বলা
5. ইংরেজি বর্ণ লেখা

অঙ্ক

6. 1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও বলা
7. সহজ যোগের ধারণা—দশ পর্যন্ত সংখ্যার
8. 1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে সহজ যোগ
9. হাতের আঙুলে কর গুনে যোগ করা — কুড়ি পর্যন্ত

প্রত্যেক শিশুকে বইটা দিতে হবে, পড়া নয়, উল্টে-পাল্টে দেখার জন্য ও দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। শিশুদের বই দেওয়ার সময় অবশ্যই বলে দিতে হবে বইয়ের যত্ন নিতে ।

বই উল্টো ভাঁজ করবে না, দুটো পাতাই খোলা থাকবে ।
পাতা মুড়বে না, কোনও দাগ কাটবে না ।

2.1 বাংলা পাঠ: বর্ণ সাজিয়ে শব্দ — বানান করে পড়া, বলা, লেখা

বাংলা বর্ণের অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই ১১টা হল স্বরবর্ণ, মানে গলার স্বর দিয়ে ধ্বনিটা আসে। বাকি বর্ণগুলো হল ব্যঞ্জন বর্ণ। জিভ, ঠোঁট ইত্যাদি ব্যবহার করে এগুলোর ধ্বনি বের হয় ও সাথে গলার স্বরটাও মিশে থাকে। একটি ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করে বললে তার **উচ্চারণ ধ্বনিটা শেষ হয় 'অ' স্বরবর্ণটা** এনে। বলে দেখো — ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি। কিন্তু বিভিন্ন শব্দের লেখায় এক একটা ব্যঞ্জনবর্ণের এই **শেষ ধ্বনিটা তিন রকম** হতে পারে — বর্ণের শেষে 'অ' ধ্বনিটা থাকবে, অথবা থাকবে না, অথবা ধ্বনিটা 'ও' হয়ে যাবে। শব্দের বর্ণ পাশাপাশি পড়তে হয় বাঁদিক থেকে ডানদিকে আর বানানে ব্যঞ্জনবর্ণটা কোন্‌খানে বসেছে, সামনে শেষে বা মাঝে, সাধারণত সেই অনুযায়ী এই হেরফেরটা হয় —

শব্দের প্রথমে বসেছে	শেষ ধ্বনিটা 'অ' হয়;
শব্দের শেষে বসেছে	শেষ ধ্বনিটা থাকে না;
শব্দের শেষে বা মাঝে বসেছে	শেষ ধ্বনিটা অ-য়ের বদলে 'ও'।

এটা বলে দিতে হবে নিচের শব্দগুলো পড়ে বলার সময়। শব্দগুলো আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে বার বার পড়তে হবে, ও তারপর লিখতে হবে ।

1. বানান করে পড়ো ও লেখো— প্রথম বর্ণটার উচ্চারণে শেষে 'অ' থাকবে, কিন্তু শেষ বর্ণটায় 'অ' বা 'ও' থাকবে না

শখ যখ নখ নথ মত পথ খত পট ঘট বক টক চক রক ঘর সর হক
কর ধর বর মর দর হর খড় চড় ঝড় মন বন শণ হন কম
বট চট তট ঘট রথ বল চল ছল জল নল ফল
আম আখ আট আন আল ডাল ঢঙ রঙ সঙ
জয় ভয় ময় হয় লয় ছয় নয় গম বশ দশ যশ কষ

2. বানান করে পড়ো ও লেখো— প্রথম বর্ণটার উচ্চারণে শেষে 'অ' থাকবে, কিন্তু শেষ বর্ণটার উচ্চারণে শেষে 'ও' আসবে

শত কত যত তত অত হত গত নত নম ঘন

3. বানান করে পড়ো ও লেখো— প্রথম বর্ণটার উচ্চারণে শেষে 'অ' থাকবে, মাঝের বর্ণটার উচ্চারণে শেষে 'ও' আসবে, কিন্তু শেষ বর্ণটায় 'অ' বা 'ও' থাকবে না

তখন যখন কখন	কমল নকল নজর আসল
নগর সরস পরশ হরষ	টগর লহর আদর আমল
গড়ন ধরন হরণ শরম পরম	চলন বলন গমন গগন লগন
নরম গরম পশম শহর খবর	চরণ শরণ বরণ নয়ন শয়ন
লবণ বদল বরফ সময়	চমক চটক নধর সদর

4. বানান করে পড়ো ও লেখো— প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে শেষে 'অ' থাকবে, কিন্তু দ্বিতীয় ও শেষ বর্ণের উচ্চারণ 'অ' বা 'ও' হবেনা

শরবত	টলটল	ছলছল	ঝরঝর	নড়বড়
নয়ছয়	ফরফর	তড়তড়	চড়চড়	ঘরঘর

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে পরের বর্ণটা কী সেই অনুযায়ী শব্দের প্রথমেও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের শেষ ধ্বনিটা অ-য়ের বদলে 'ও' হতে পারে ।

5. বানান করে পড়ো ও লেখো—প্রথম বর্ণটার উচ্চারণে শেষে 'ও' আসবে

কই বই দই মই সই লই নই হই মউ বউ

2.2 বাংলা পাঠ: কার-চিহ্ন দিয়ে যুক্তবর্ণ — বানান করে পড়া, লেখা

আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ — এই বর্ণগুলো যখন অন্য বর্ণের সাথে বসে তখন সেগুলো লেখা হয় কার-চিহ্ন দিয়ে। এই দশটি বর্ণের জন্য আমরা দশটি কার-চিহ্ন পাই। এই চিহ্নগুলো আমাদের চিনতে হবে ও কোনও বর্ণে কার-চিহ্ন থাকলে তার উচ্চারণ কেমন হবে বুঝে নিতে হবে। আমরা প্রথমে চিহ্নগুলো দেখে নেব 'ক' বর্ণটার সাথে এই বর্ণগুলো এক একটা যুক্ত করে।

বর্ণের সাথে যোগ	পড়ো	কার চিহ্ন চেনো	কার-চিহ্ন দিয়ে লেখা	কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে পড়ো
ক+আ	ক-এ আ-কার	া	কা	কাক কাকা মা মামা বাবা
ক+ই	ক-এ ই-কার	ি	কি	কাকি মাসি পিসি দিদি চিনি
ক+ঈ	ক-এ ঈ-কার	ী	কী	নদী বীর ধীর শীত তীর
ক+উ	ক-এ উ-কার	ু	কু	নুন ভুল দুধ মুখ ঘুম চুল
ক+ঊ	ক-এ ঊ-কার	ূ	কূ	কূপ কূট ধূপ রূপ **(রূপ)**
ক+ঋ	ক-এ ঋ-কার	ৃ	কৃ	কৃশ ঘৃত বৃষ তৃণ ধৃত
ক+এ	ক-এ এ-কার	ে	কে	কে সে যে কেউ ফেউ সেই
ক+ঐ	ক-এ ঐ-কার	ৈ	কৈ	নৈশ দৈব দৈন শৈব শৈল
ক+ও	ক-এ ও-কার	ো	কো	কোল বোন আলো খোল
ক+ঔ	ক-এ ঔ-কার	ৌ	কৌ	কৌটো দৌড় নৌকো মৌরি

লক্ষ করো: কিছু কিছু বর্ণে হ্রস্ব উ-কার, দীর্ঘ উ-কার, আর ঋ-কার চিহ্ন ছাপার বর্ণে অন্য রকম হয়, যা বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে দিয়েছি।

আ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

কাক	কাকা	মা	মামা	বাবা	দাদা	মাথা	ছাতা	হাতা
কান	নাক	হাত	পা	খাতা	কাজ	নাচ	গান	পান
চাল	কলা	যায়	খায়	পাই	চাই	ওটা	এটা	পাকা
জাম	শশা	ছানা	বড়া	সরা	থালা	আনা	ছাড়া	ধরা
করা	বলা	চলা	রাখা	ডাকা	পাতা	আকাশ	বাতাস	ছাগল
কারণ	বারণ	কপাল	বাউল	চশমা	জানলা	ভাবনা	লাটাই	বাংলা

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

বাবা ডাকল, দাদা কই, আমার চশমা কই। দাদা বলল, আজ বড় মজা। বাবার চশমা নাই, আজ তাই পড়াও নাই। ভাই, চল আজ ঘর সাজাই। একটা পতাকা বানাই। কাকা এল। মা, বাবার চশমা দাও, চা দাও, খাবার দাও। ভাই আয়, আমরা সবাই এখন খাব।

লক্ষ করো: ওপরের এই লেখাতে দাঁড়ি আর কমার ব্যবহার। শিশুকে বাক্য পড়া শেখানোর সময় দাঁড়ি আর কমার মানে বলে দিতে হবে।

ই-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

কাকি	মাসি	পিসি	দিদি	চিনি	ঘি	কিনি	করি	পড়ি
হাসি	আসি	দিন	টিন	তিন	ছিপ	ঝিল	ঠিক	পিঠ
কবি	ছবি	রবি	তিথি	লিপি	ছিপি	বাটি	খালি	নাকি
পিতা	ফিতা	কবিতা	সবিতা	বালিকা	তালিকা	ঠিকানা	মালিক	নিয়ম

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

মাসির বাড়ির পিছনটায় বিরাট একটা ঝিল, বড় বন, আর গাছ ভরা পাখি। একদিন দিদি একটা পাখির ছানা আনল। ওর রঙ বাদামি। পাখি চাল খায়। চাল দিলাম। ও তাকাল না। আমি ওর পিঠ আর ডানায় হাত দিলাম। বাবা বলল, মা ছাড়া, তাই পাখিটার মন খারাপ। বাবা এটা বলল, তাই দিদি পাখির ছানাটা আর রাখল না। মাসির বাড়ির বনটায় পাখির ছানাটা ছাড়া হল।

ঈ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

নদী	বীর	ধীর	শীত	তীর	কীট	দীপ	ভীত	নীল
নীড়	সীতা	গীতা	শরীর	গরীব	গভীর	জীবন	জীবিকা	ভীষণ

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

এখন শীতকাল। নীল আকাশ, শীতল বাতাস। রাত হল, তুলসীতলায় দীপ দাও। অসীমদা পটকা ফাটাল। আমি বাজির আওয়াজ ভীষণ ভয় পাই। মাধবীদি তাই বারণ করল। মাধবীদির বাড়ির পিছনটায় বিশাল বড় নদী। নদীর তীর বরাবর হাট হয় রবিবার।

উ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

নুন	ভুল	দুধ	মুখ	ঘুম	চুল	ফুল	হলুদ	নতুন
পশু (পশু)	গুড় (গুড়)	রুল (রুল)	গরু (গরু)	কুল	তুমি	দুটি	ঘুড়ি	কিছু
লিচু	লুচি	খুশি	কুকুর	পুকুর	পুতুল	খাটুনি	বকুনি	চালুনি

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

গাছটায় আজ একটা নতুন ফুল ফুটল। ফুলটার রঙ হলুদ। আমরা আজ খুব খুশি। মিনটু লুচি আর গুড় আনল। সবাই খাব। **হঠাৎ** শুনি ভীষণ আওয়াজ। ডুমুর গাছতলায় দুটি হনুমান। টুবলু ঢিল মারল, শানটু লাঠি ঠক ঠক করল, বিলটু টিন বাজাল, আমি দুমদাম আওয়াজ করলাম, আর আমার কুকুর বাঘা তাড়া করল। তখন ওরা পালাল। যাওয়ার সময় কলা গাছটার এক ছড়া কলা নিল।

লক্ষ করো: **হঠাৎ** শব্দে খণ্ড-ত ব্যবহার ।

উ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

কূপ	কূট	ধূপ	রূপ (রূপ)	ভূমি	পূজা	মূল	চূড়া	ধূলা
মূক	শূক	সূচি	ময়ূর	নূপুর	পূরণ	দূষণ	ধূসর	কূজন

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

আমার বাড়ি রূপপুর। যূথিকার বাড়িও রূপপুর। ওর বাড়ির পিছনটায় রূপনারায়ণ নদী। পাহাড়ও খুব দূর নয়। পাহাড়টার চূড়ায় শিমূল, পলাশ, রাধাচূড়া, আরও কতরকম গাছ। আমরা পাখির কূজন শুনি, পূজার ফুল তুলি, আর রূপনারায়ণ নদীর জল খাই। আমরা নলকূপ বসাইনি। সাধারণ কূয়ো, নয়ত রূপনারায়ণ নদীর দূষণহীণ জলই সবার পানীয় জল। নূতন একটা বাড়ি হল। আমরা ভূমিপূজার ফুল দিলাম, ধূপ-দীপ ফল-মূল সাজালাম। ওরাও নলকূপ বসাল না। কারণ, নলকূপ জল-দূষণ ঘটায়।

ঋ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

কৃশ ঘৃত বৃষ তৃণ ধৃত দৃঢ় কৃত গৃহ কৃষক হৃদয় (হৃদয়) কৃপণ পৃথিবী শৃগাল

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

কৃষকরা খুব খুশি। কৃষির ফসল এবার খুব ভাল। এটা **শরৎ** কাল। পৃথিবী এখন সবুজ। এখন গৃহ ভরা ধান, নদীর মাছ, গরুর দুধ আর কত ফলমূল। গরু হল তৃণভূক, ওরা ঘাস-পাতা খায়। আজ গৃহে নারায়ণ পূজা। কৃপাময়, আজ একটু বেশি দুধ আর ঘৃত দিও। কৃপাময় গয়লা বড় কৃপণ, মা গরুটার দুধ বাছুরটা বেশি পায় না। বাছুরটা তাই বড়ই কৃশ। দুঃখ হয় তাই বলি, কৃপাময়, বৃথা এত কৃপণ হওয়া ভাল নয়।

লক্ষ করো: **শরৎ** শব্দে খণ্ড-ত ব্যবহার ।

এ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

কে সে যে কেউ কেন সেই ফেউ কেশ বেশ
দেশ দেব দেহ শেষ খেলা লেখা শেখা মেলা মেশা
মেয়ে ছেলে থেকে দেখা জেলে নেওয়া দেওয়া দেওয়াল

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

চল দেবু, খেলবি চল। ওরা সবাই ওখানে খেলছে। খেলা শেষে মেলা দেখতে যাবি? মেলায় বেলুন কিনতে পাবি। তেলেভাজা আর বেগুনিও কেনা যাবে, যদিও মা বলেছেন যে ওসব খেলে পেট খারাপ করে। দেখ না, আর কে কে যেতে চায়। সবাই মিলে গেলে আরও বেশি মজা হবে। তবে মেলা অনেক দূরে বসেছে। অনেকটা পথ যেতে হবে। ফেরার সময় দেরী হয়ে যেতে পারে। বাড়িতে বলে আসিস।

[শব্দের প্রথম বর্ণে এ-কার উচ্চারণ কখনো 'অ্যা' হয় — যেমন, দেখো উচ্চারণ হয় দ্যাখো, খেলা হয় খ্যালা, বেলা হয় ব্যালা । উচ্চারণ অনুযায়ী মানেও দুরকম হতে পারে — যেমন মেলা আর ম্যালা, গেল আর গ্যাল।]

ঐ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

নৈশ	দৈব	দৈন	শৈব	শৈল	তৈল	বৈঠা
বৈশাখ	বৈশাখী	শৈশব	দৈনিক	বৈকাল	সৈকত	সৈনিক

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

শৈশবকাল থেকে দেখেছি বৈশাখ মাসে বারেবারেই কালবৈশাখী ঝড় আসে। বলা যায়, ঝড় ওঠে দৈনিক আর বৈকালবেলায়। সেইসময় মাঝিরা বৈঠা তুলে বসে থাকে। নদীতে আর চলাচল করে না। মেঘ ডাকে, কখনও আবার বাজ পড়ে। আমরা হৈহৈ করে আম কুড়িয়ে আনতে যাই। সাবধানে যাই, যদি **দৈবাৎ** বাজ পড়ে তাহলেই বিপদ।

লক্ষ করো: **দৈবাৎ** শব্দে খণ্ড-ত ব্যবহার।

ও-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

কোল	বোন	আলো	খোল	গোল	ঘোল	লোভ	দোল	টোপ
টোকা	ফোলা	ঝোলা	ধোয়া	খোলা	কোমর	ঝোলানো	দোতলা	ঝোপড়া

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

তোমাদের বাড়ি কোথায়? বোলপুরে নাকি? শুনেছি তোমাদের ওখানে দোল খেলা হয়। তোমরা দোল খেলো না কেনো? আমরা ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠি। দেখি, চারিদিক ভোরের আলোয় ভরা। আমার বোনের একটা পোষা খরগোস আছে। ভোরবেলায় ছোট খরগোসটা ছোটাছুটি করে। একটা কথা বলোতো, রোজ রোজ পড়া আর পড়া কী ভাল লাগে? দোলের দিন তোমাদের বাড়ি যাব, তোমাকে রঙ মাখাতে।

ঔ-কার দিয়ে শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

বৌ মৌ ভৌ পৌষ দৌড় কৌটো চৌকো নৌকো মৌরি মৌচাক মৌমাছি কৌশল

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

কত রকম পাখি আসে এখানে। সবচেয়ে বেশী দেখি বৌ-কথা-কও আর মৌটুসি। মৌটুসিরা ফুলের মধু চুষে খায়। মৌমাছিরাও মধু খায়, আর মৌচাক বানায়। ভোরবেলায় নদীর ধারে বেড়াতে যাই। আমার পোষা কুকুর ভুতুও সাথে আসে। ভুতু ভৌ ভৌ করে ডাকে আর তাই শুনে মুরগিগুলো দৌড়ে পালায়। নদীতে পানকৌড়ি দেখি, ডুব দেয় আর ভেসে ওঠে। নৌকোগুলো ভেসে ভেসে কতদূর চলে যায়। আমি কাগজের নৌকো তৈরির কৌশল শিখেছি। চৌকো চৌকো কাগজ কেটে বানাতে হয়। পৌষ মাসে তোমাদের বাড়ি যাব। তখন তোমাকেও কৌশলটা শিখিয়ে দেব। এখন যাই। বাবার মৌরির কৌটোটা ভুল করে পকেটে নিয়ে এসেছি।

2.3 বাংলা পাঠ: খণ্ড-ত, অনুস্বার, বিসর্গ, ও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার

এই চারটে বর্ণ সবসময় অন্য কোনও বর্ণের সাথে বসে, কখনও আলাদা ব্যবহার হয়না। এগুলো শব্দের সামনেও বসে না—হয় শব্দের শেষে নয় মাঝে। এগুলোর ধ্বনিও আলাদা করে উচ্চারণ করা যায় না। আগের বর্ণটার ধ্বনির সাথে মিশে থাকে।

খণ্ড-ত ৎ ধ্বনিটা কেমন হয়

আমরা আগে বলেছি যে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো আলাদা আলাদা করে পড়ার সময় শেষে -অ ধ্বনিটা আসে। ত-য়ের উচ্চারণের শেষে এই 'অ' ধ্বনিটা না করলে আমরা খণ্ড-ত 'ৎ' ধ্বনিটা পাব।

খণ্ড-ত ৎ দিয়ে কয়েকটা শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

হঠাৎ	শরৎ	জগৎ	উৎসব	উৎপাত
চিৎকার	চিৎপাত	দৈবাৎ	শরবৎ	চমৎকার

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার

(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

সনৎ বলল, কী উৎপাত, এত জোরে মাইক বাজলে আর সবাই এত চিৎকার করলে আমি পড়া করব কী করে। কাকা বললেন, এখন শরৎ কাল। শরতের সময় উৎসব তো লেগেই থাকে। এরই মধ্যে পড়া করতে হয়। দাদা চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল। বলল, সনৎ, শরবৎটা চমৎকার হয়েছে। তুই পড়া ছেড়ে একটু শরবৎ খেয়ে নে। পড়ায় মন বসবে।

লক্ষ করো: শরৎ আর শরতের। মনে রাখো, খণ্ড-তয়ের পরে স্বরবর্ণ বসলে খণ্ড-ত হয়ে যায় 'ত'। তাই 'শরৎ+এর' লেখা হয়েছে শরতের।

অনুস্বার ং ধ্বনিটা কেমন হয়

'ং' বর্ণটা আলাদা উচ্চারণ করা যায় না। **'ং'**-র ধ্বনিটা নাক দিয়ে বা অনুনাসিক হয়। একসাথে ন-য়ের পরে 'ঙ' দিয়ে, নঙ উচ্চারণ করতে অনেকটা অনুস্বারের ধ্বনি আসে।

অনুস্বার ং দিয়ে কয়েকটা শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

সিংহ হংস মাংস বাংলা হিংসা ফড়িং সংবাদ দংশন

ঝংকার টংকার বরং সংগঠন অহংকার ঢং তিড়িং হুংকার

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

টিংকু সংবাদ দিল, চিড়িয়াখানায় গেলে নাকি বাঘ সিংহ দেখা যায়। তাই আমরা চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখতে গেলাম। মাঠে বসে দেখছিলাম কত ফড়িং উড়ছে। ওখানে যেই ওখানকার বড় ঘড়িটা ঢং ঢং আওয়াজ করল, টিংকু তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বলল, এখন বাঘ সিংহদের মাংস খেতে দেওয়া হবে। চল, বসে না থেকে আমরা বরং ওদের মাংস খাওয়া দেখতে যাই।

মনে রেখো: লেখার সময় বানানে অনেক সময় অনুস্বারের (ং) বদলে ‘ঙ’ ব্যবহার করা হয়।

বিসর্গ ঃ ধ্বনিটা কেমন হয়

এটা আলাদা কোনও ধ্বনি নয়, আগের বর্ণের ধ্বনিটার শেষে জোর দিতে নিঃশ্বাস বের হবে।

বিসর্গ ঃ দিয়ে কয়েকটা শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

বাঃ ছিঃ উঃ দুঃখ নিঃশেষ নিঃসাড় দুঃসময় অতঃপর অধঃপাত

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

আমার হাতের লেখা দেখে দিদি বলল, ছিঃ, এটা হাতের লেখা হল। এমন হাতের লেখা হলে তোর কপালে দুঃখ আছে, তোর লেখাপড়া হবে না, তুই অধঃপাতে যাবি। অধঃপাতটা যে কী বুঝলাম না। খুব খারাপ কোনও জায়গা হবে হয়ত। ওখানে আমি মোটেই যেতে চাই

না। তাই কয়েকদিন খুব করে হাতের লেখা করলাম। এবার দিদি দেখে বলল, বাঃ, একটু ঠিক হয়েছে। তাই শুনে, উঃ, কী খুশি যে হলাম।

চন্দ্রবিন্দু ঁ ধ্বনিটা কেমন হয়

এটা আলাদা কোনও ধ্বনি নয়। এটা লেখা হয় অন্য কোনও বর্ণের মাথায় বসিয়ে। এর মানে ওই বর্ণটার ধ্বনি অনুনাসিক বা নাক দিয়ে হবে।

চন্দ্রবিন্দু ঁ দিয়ে কয়েকটা শব্দ বানান করে পড়ো, বলো ও লেখো

দাঁত বাঁশ বাঁকা আঁকা খাঁচা বাঁদর পাঁপড় কাঁকড়া

তাঁতি চাঁদ পিঁপড়ে রাঁধা ইঁদুর দাঁড় উঁকি পুঁটি

দাঁড়াও চাঁপা বেঁধেছে হাঁড়িকুঁড়ি চাঁছি ভোঁতা ঝাঁপিয়ে

বানান করে নিচের পুরো বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার

(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

গাঁয়ের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে বাঁশবাগান। ওপাশে পাঁচিলের ধারে গাছে কত চাঁপা আর গাঁদা ফুল ফুটে আছে। আকাশে বাঁকা চাঁদ উঠেছে। বাঁশবাগানে ইঁদুর আর মেঠো কাঁকড়ার বাসা। পাশের বাড়ির জানালায় উঁকি দিয়ে দেখি, দাঁত কনকন করছে বলে ছোট ছেলেটা কাঁদছে। আর তাই না শুনে খাঁচায় রাখা বাঁদরটার সেকি লাফঝাঁপ আর দাঁত খিঁচুনি।

2.4 ইংরেজি পাঠ: ইংরেজি বর্ণ চেনা ও বলা

ইংরেজি বর্ণগুলো নাম দিয়ে চেনা (উচ্চারণ কিন্তু একটু অন্য হয়) । দুই রকম হয় ছোট হাতের আর বড় হাতের। ছোট হাতেরগুলো বেশি লাগে।

ছোট হাতের বর্ণ

a b c d (এ বি সি ডি)

a	b	c	d	d	c	b	a	a	c	d	b
d	c	b	a	b	a	d	c	b	a	d	a
b	a	c	d	a	c	a	b	d	c	a	c
c	b	d	a	d	b	a	c	a	b	c	d

e f g (ই এফ্ জি)

e	f	g	e	g	f	g	e	f	f	e	g
f	g	e	g	f	e	e	f	g	g	f	e

h i j k (এইচ আই জে কে)

h	i	j	k	j	k	h	i	j	k	h	i
j	k	i	h	k	j	k	j	i	h	k	j
h	i	k	j	k	h	j	k	i	h	j	k
k	j	k	h	k	i	h	j	k	i	h	i

l m n o p (এল এম এন ও পি)

l	m	n	o	p	n	o	p	n	l	o	m
p	o	n	l	o	p	m	n	p	o	n	l
o	p	m	n	n	l	o	m	o	p	m	n
n	l	o	m	p	m	n	p	n	l	o	m

q r s t u v (কিউ আর এস টি ইউ ভি)

q	r	s	t	u	v	u	t	r	q	r	s
v	u	t	r	s	q	r	s	q	v	u	t
t	u	v	q	r	s	v	u	t	r	s	q
q	r	s	u	t	r	t	u	v	u	t	r

w x y z (ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড)

w	x	y	z	y	z	w	x	z	y	x	w
z	y	x	w	w	x	y	z	y	z	w	x
y	z	w	x	y	z	w	x	z	y	x	w

বড় হাতের বর্ণ

A B C D (এ বি সি ডি)

A	B	C	D	D	C	B	A	A	C	D	B
D	C	B	A	B	A	D	C	B	A	D	A
B	A	C	D	A	C	A	B	D	C	A	C
C	B	D	A	D	B	A	C	A	B	C	D

E F G (ই এফ্ জি)

E	F	G	E	G	F	G	E	F	F	E	G
F	G	E	G	F	E	E	F	G	G	F	E

H I J K (এইচ আই জে কে)

H	I	J	K	J	K	H	I	J	K	H	I
J	K	I	H	K	J	K	J	I	H	K	J

H	I	K	J	K	H	J	K	I	H	J	K
K	J	K	H	K	I	H	J	K	I	H	I

L M N O P (এল এম এন ও পি)

L	M	N	O	P	N	O	P	N	L	O	M
P	O	N	L	O	P	M	N	P	O	N	L
O	P	M	N	N	L	O	M	O	P	M	N
N	L	O	M	P	M	N	P	N	L	O	M

Q R S T U V (কিউ আর এস টি ইউ ভি)

Q	R	S	T	U	V	U	T	R	Q	R	S
V	U	T	R	S	Q	R	S	Q	V	U	T
T	U	V	Q	R	S	V	U	T	R	S	Q
Q	R	S	U	T	R	T	U	V	U	T	R

W X Y Z (ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড)

W	X	Y	Z	Y	Z	W	X	Z	Y	X	W
Z	Y	X	W	W	X	Y	Z	Y	Z	W	X
Y	Z	W	X	Y	Z	W	X	Z	Y	X	W

Z-য়ের উচ্চারণ বাংলায় জেড লিখে বোঝানো যায় না । ঠিক উচ্চারণটা বলে বলে শেখাতে হবে। একইভাবে f (এফ), ও v (ভি)-য়ের ঠিক উচ্চারণও বলে শেখাতে হবে।

এখানে বর্ণগুলোকে তাদের নাম দিয়ে চেনানো হল। পরে এগুলোর উচ্চারণ ধ্বনিগুলো শিখতে হবে।

2.5 ইংরেজি পাঠ: ইংরেজি বর্ণ লেখা

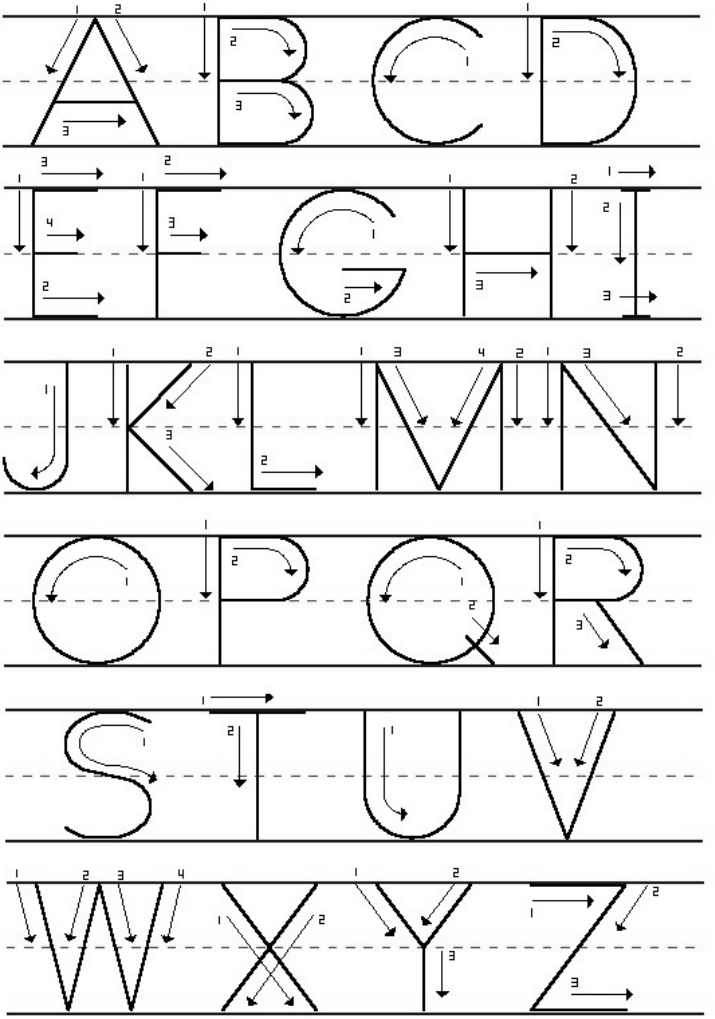

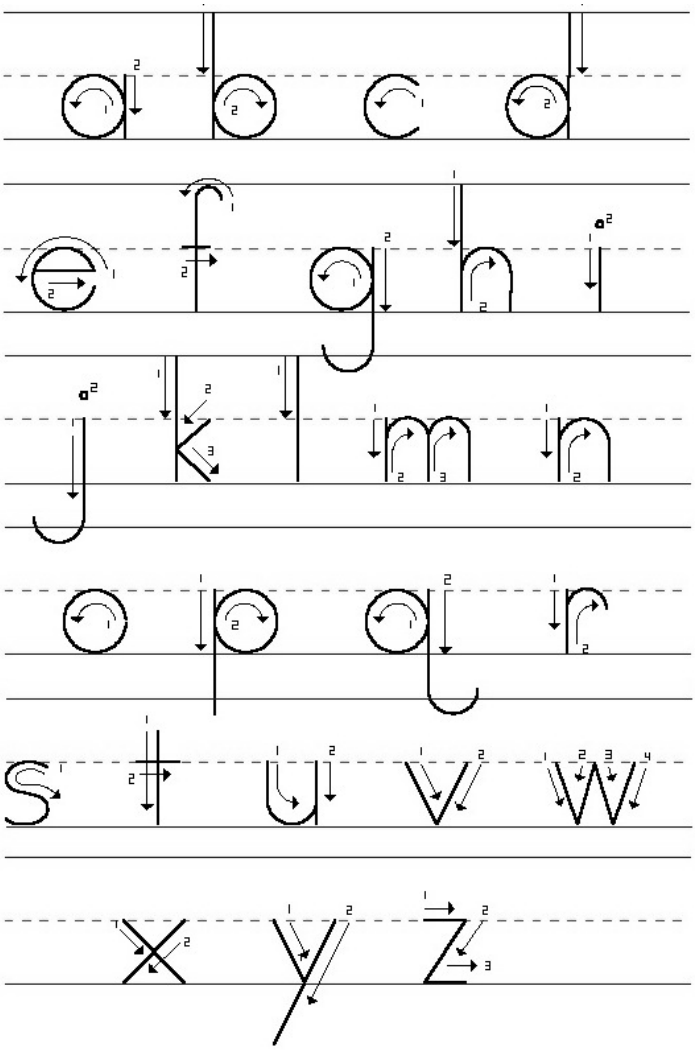

2.6 অঙ্ক পাঠ: 1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও বলা

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	দশ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
এগারো	বারো	তেরো	চোদ্দ	পনেরো	ষোলো	সতেরো	আঠারো	উনিশ	কুড়ি

কুড়ি পর্যন্ত সংখ্যা বোঝা ও গোনা

আমরা আগে 10 পর্যন্ত সংখ্যা শিখেছি। একই নিয়মে এবার 20 পর্যন্ত শিখব। নিয়মটা আমরা আবার একবার দেখে নিই।

কিচ্ছু নেই	0 (শূন্য কোনও সংখ্যা নয়)	
একটা আছে	|	1
দুটো আছে	| |	2
তিনটে আছে	| | |	3
চারটে আছে	| | | |	4
পাঁচটা আছে	| | | | |	5
ছটা আছে	| | | | | |	6
সাতটা আছে	| | | | | | |	7
আটটা আছে	| | | | | | | |	8
নটা আছে	| | | | | | | | |	9
দশটা আছে (আর নেই)	| | | | | | | | | |	10

কাঠি এক এক করে বেড়ে পরের সংখ্যাটা হচ্ছে। 9 পর্যন্ত সংখ্যা লেখায় একটা করে অঙ্ক আছে। কিন্তু 10 সংখ্যাটা লেখায় দুটো অঙ্ক আছে, প্রথম অঙ্কটা 1 আর তার ডান পাশে আছে 0। তারপর আরও এক এক করে বেড়ে পর পর আসে নিচের সংখ্যাগুলো । এগুলো লেখা হয় দুটো করে অঙ্ক দিয়ে।

এক দশ আছে আর একটা আছে		11	এগারো
এক দশ আছে আর দুটো আছে	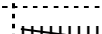	12	বারো
এক দশ আছে আর তিনটে আছে	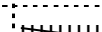	13	তেরো
এক দশ আছে আর চারটে আছে		14	চোদ্দ
এক দশ আছে আর পাঁচটা আছে	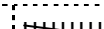	15	পনেরো
এক দশ আছে আর ছটা আছে	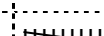	16	ষোলো
এক দশ আছে আর সাতটা আছে	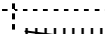	17	সতেরো
এক দশ আছে আর আটটা আছে		18	আঠারো
এক দশ আছে আর নটা আছে		19	উনিশ
দুই দশ কুড়িটা আছে (আর নেই)		20	কুড়ি

দশটা হলেই আমরা কোণা করে দাগ দিয়ে কেটে দিই, আর তাকে ধরি একটা দশ হিসাবে। আরও একটি দশ হলে তাকেও কেটে দিয়ে বলি, দুটি দশ আছে। তারপর এইভাবে গুনে দেখি কোনও সংখ্যায় কটা দশ আছে আর কটা এক আছে। শুধু শূন্য কোনও সংখ্যা নয়, কিন্তু অন্য সংখ্যার পরে বসে সেই সংখ্যার দশটাকে বোঝায়—যেমন, 10, 20, ইত্যাদি।

অনুশীলন কটা বাক্স আছে গোনা

দশটা হলেই আমরা দাগ দিয়ে কেটে দিই, আর তাকে ধরি একটা দশ হিসাবে। তারপর আর কটা আছে গুনে দেখি।

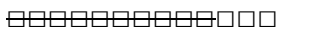 এক দশ তিন তেরো 13

 এক দশ নয় উনিশ 19

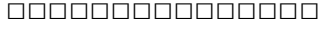

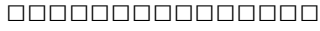

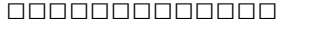

2.7 অঙ্ক পাঠ: সহজ যোগের ধারণা—দশ পর্যন্ত সংখ্যার

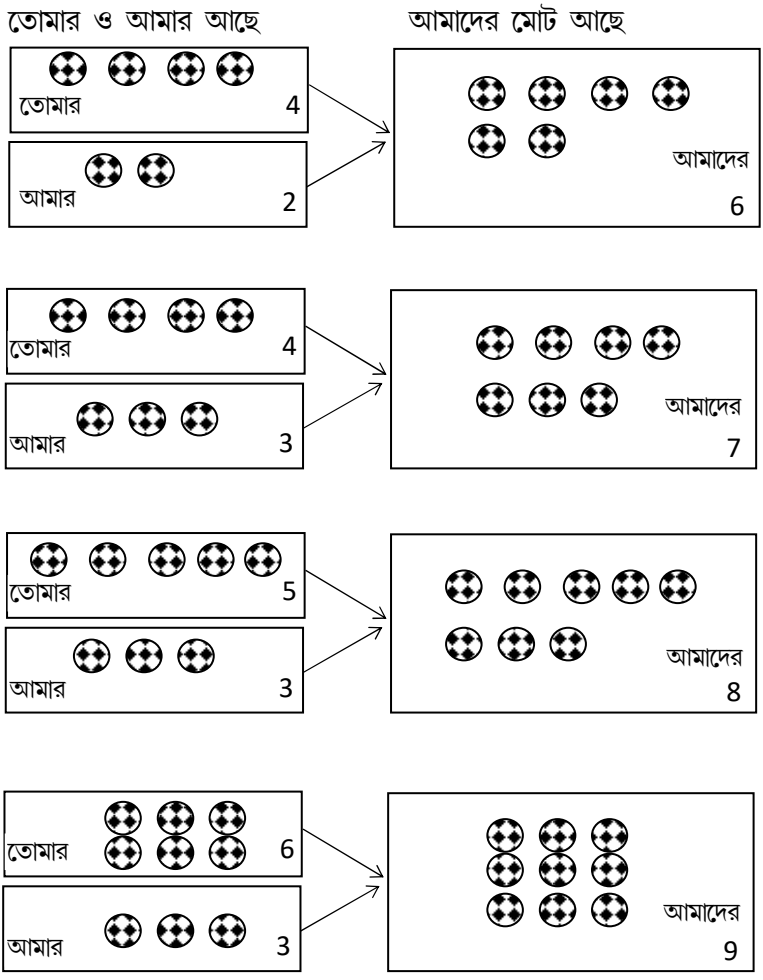

2.8 অঙ্ক পাঠ: 1 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে সহজ যোগ

দুটো সংখ্যার মধ্যে **+** (যোগ) চিহ্নটি বোঝায় প্রথম সংখ্যাটির সাথে পরের সংখ্যাটি যোগ করা। সংখ্যা দুটিকে যোগ করে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকে যোগফল বলে ও তার আগে **=** (সমান) চিহ্ন দেওয়া হয়। আমরা কাঠি দিয়ে সংখ্যা গুনতে শিখেছি। যোগ করা ব্যাপারটাও আমরা কাঠি গুনে বুঝতে পারব।

যোগ করো	সংখ্যাটা দুটো কাঠি দিয়ে লেখো	মোট কটা কাঠি হল গুনে দেখো	সংখ্যাটা লেখো
4 + 2	IIII + II	= IIIIII	= 6
3 + 3	III + III	= IIIIII	=
5 + 2	IIIII + II	= IIIIIII	=
8 + 1	IIIIIIII + I	= IIIIIIIII	=
4 + 5	IIII + IIIII	= IIIIIIIII	=
3 + 4	III + IIII	= IIIIIII	=
5 + 3	IIIII + III	= IIIIIIII	=
8 + 2	IIIIIIII + II	= 卌卌	=
6 + 4	IIIIII + IIII	= 卌卌	=
10+2	卌卌 + II	= 卌卌 II	=
12+2	卌卌II + II	= 卌卌 IIII	=
15+4	卌卌IIIII + IIII	= 卌卌IIIIIIIII	=
12+5	卌卌II + IIIII	= 卌卌 IIIIIII	=
14+4	卌卌IIII + IIII	= 卌卌IIIIIIII	=
14+5	卌卌IIII + IIIII	= 卌卌IIIIIIIII	=
13+4	卌卌III + IIII	= 卌卌IIIIIII	=
15+2	卌卌IIIII + II	= 卌卌IIIIIII	=
12+3	卌卌II + III	= 卌卌 IIIII	=

2.9 অঙ্ক পাঠ: হাতের আঙুলে কর গুনে যোগ করা — কুড়ি পর্যন্ত

হাতের এক একটি আঙুলে তিনটে করে ভাঁজের দাগ আছে ও মাথাটাকে ধরে আমরা চারটে পাই। তাই প্রতি আঙুলে চারটে করে ধরে, ছোট আঙুলের প্রথম দাগটা থেকে শুরু করে আমরা 1, 2, 3, 4, 5, 6, করে পাঁচটা আঙুলে 20 পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাব। এইভাবে নম্বর দিয়ে নিয়ে

মনে রাখতে হবে কোন আঙুলের কোন্ দাগটা ও মাথাটা কোন্ সংখ্যাটা বোঝায়। আগে এটা ভাল করে মনে রাখতে হবে।

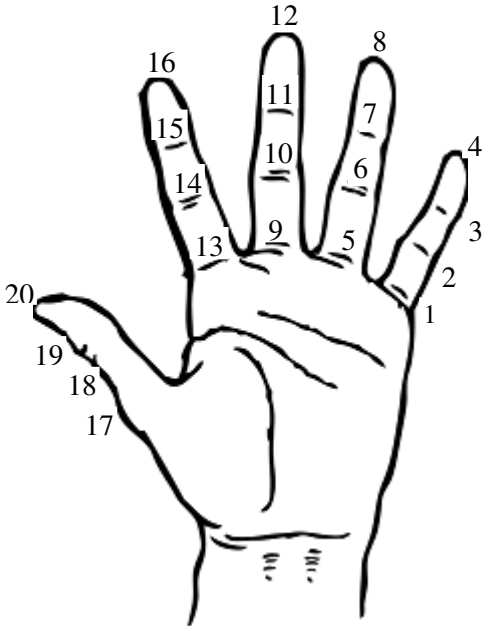

দুটি সংখ্যা যোগ করতে প্রথমে দেখো কোন্টা ছোট সংখ্যা। কোন্ আঙুলের কোন্ দাগে সংখ্যাটি পড়ছে সেটা দেখে রাখো। এবার ছোট আঙুলের এক নম্বর দাগে বড় সংখ্যাটির পরের সংখ্যা ধরে নিয়ে পর পর সংখ্যা গুনে যাও ছোট সংখ্যার ওই দাগটি পর্যন্ত। ওখানে পৌঁছে যে সংখ্যাটি পাবে, সেটিই হল সংখ্যাদুটির যোগফল।

উদাহরণ: 9 আর 4 এর যোগফল কী করে বার করবে দেখো ।

বড় সংখ্যা 9-কে হাতে রাখো। ছোট সংখ্যা 4-এর দাগটি কোন্ ঘরে লক্ষ করো।

এবার ছোট আঙুলের এক নম্বর দাগে 9-এর পরের সংখ্যা 10 ধরে নিয়ে পর পর সংখ্যা গুনে ওই দাগটি পর্যন্ত যাও—10, 11, 12, 13।

এই পর্যন্ত গুনলেই আমরা 4-এর দাগটিতে এসে যাই, মানে 4 যোগ হয়ে যায় । তাই যোগফল হল 13।

অনুশীলন: সহজ যোগ করা

A. কাঠি গুনে যোগ করো

	a	b	c	d
1.	2+5 =	4+5 =	5+3 =	2+7 =
2.	4+4 =	3+6 =	4+5 =	2+6 =
3.	5+5 =	2+8 =	1+9 =	3+7 =
4.	3+9 =	4+7 =	6+8 =	8+8 =
5.	9+9 =	8+7 =	9+7 =	6+7 =

B. হাতের আঙুলের কর গুনে যোগ করো

1.	10+5 =	11+6 =	11+7 =	12+6 =
2.	13+5 =	16+2 =	18+1 =	17+2 =
3.	3+12 =	5+14 =	8+11 =	2+17 =
4.	5+14 =	3+14 =	4+14 =	6+13 =
5.	13+3 =	9+10 =	12+5 =	6+11 =

C. দুটো সংখ্যা যোগ করো একটার ওপরে আরেকটাকে স্লেটে লিখে

মনে রাখো:
ওপরে নিচে সংখ্যা দুটোর ডানদিকের অঙ্কটা যেন এক লাইনে থাকে। যোগফল সংখ্যার অঙ্কগুলি ঠিক ঠিক নিচের ঘরেই লিখতে হবে ।

	a	b	c	d
1.	10 + 5 =	11 + 6 =	11 + 7 =	12 + 6 =
2.	13 + 5 =	16 + 2 =	18 + 1 =	19 + 0 =
3.	3 + 12 =	5 + 14 =	8 + 11 =	2 + 17 =
4.	5 + 14 =	3 + 14 =	4 + 14 =	6 + 13 =
5.	13 + 3 =	9 + 10 =	12 + 0 =	6 + 11 =

সংযোজন

১. শিশুদের শেখাবার ছড়া

- শিশুদের জোরে জোরে আবৃত্তি করতে শেখানো
- বিষয়বস্তুটির চিত্রকল্পটি শিশুদের ভাবতে শেখানো

শিশুদের চিরাচরিত বাংলা ছড়াগুলির কয়েকটি অন্তত লেখাপড়ায় হাতেখড়ির আগেই ছন্দ শুনে শুনে আবৃত্তি করতে শেখানো বাঞ্ছনীয়। শুনে শুনে তাল মিলিয়ে জোরে জোরে আবৃত্তি করতে শেখালে শিশুর উচ্চারণ স্পষ্ট ও সাবলীল হয়, আর লোকের সামনে বলার জড়তা কাটে।

আর চাই শিশুকে শেখানোর সময় খানিকটা আন্দাজ দিয়ে দেওয়া, ছড়াটিতে কেমন ছবির কল্পনা আছে। তাহলে শিশু নিজের মতো করে আরও কিছু কল্পনা করে নিতে পারে। এতে শিশুর রূপকথার জগতে কল্পনা করার সুযোগ আসে। শিশুকে কল্পনা করতে শেখানোই শিক্ষার প্রথম কাজ। পরবর্তীকালে পড়তে শিখে ছড়াগুলি লেখায় পড়তে পেরে সে শেখার আনন্দ পাবে।

আজকাল ছড়াগুলি ছড়ার বইয়ে বড় বড় রঙিন ছবিসহ ছাপানো হয়ে থাকে, এমনকি ভিডিও হিসাবে কমপিউটার ও মোবাইল ফোনেও দেখা যায়। এই ছড়ার বইটিতে কোনও ছবি দেওয়া হয়নি। কারণ, এই বইটির ছড়াগুলি তো শিশুদের পড়ার জন্য নয়। ছড়াগুলি শিশুর মা বা দিদিমণিরা পড়ে শিশুকে আবৃত্তি করতে শেখাবেন, ও সেই সঙ্গে গল্পচ্ছলে এক একটি ছড়ার চিত্রকল্পটির খানিকটা আন্দাজ শিশুকে ধরিয়ে দেবেন। তাছাড়া, চিত্রকল্পটি রঙিন ছবিসহ আমরাই যদি দিয়ে দিই, তাহলে শিশুর আর নিজের কল্পনা করার সুযোগ থাকে না। তার ভাবনা বাঁধা পড়ে যায় ওই সুন্দর রঙচঙে ছবিটিতে; বাড়তে পারে না তার কল্পনাশক্তি।

দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি বর আসবে এক্ষুনি নিয়ে যাবে তক্ষুনি।	তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা, খায় দায় গান গায়— তাই রে নাই রে না।
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে? হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে।	খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে? ঘরেতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
খোকা যাবে রথে চড়ে ব্যাঙ হবে সারথি, মাটির পুতুল লটর পটর পিঁপড়ে ধরে ছাতি।	সোনা নাচে কোনা বলদ বাজায় ঢোল, সোনার বউ রেঁধে রেখেছে ইলিশ মাছের ঝোল।
খোকন খোকন করে মায় খোকন গেছে কাদের নায়ে? সাতটা কাকে দাঁড় বায় খোকন রে তুই ঘরে আয়।	কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি কাপড় কেচে দে, তোর বিয়েতে নাচতে যাব, ঝুমকো কিনে দে।
খুকু করে রান্না, তাই খেয়ে কাকাবাবু জুড়ে দিল কান্না, মামা এসে মুখে দিয়ে আর খেতে চান না।	খোকাবাবু যায় লাল জুতো পায়, বড় বড় দিদিরা সব উঁকি মেরে চায়, খোকা ফিরে না তাকায়।
হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুটো শিঙ তারা হাট্টিমা টিম টিম।	খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে। ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।
উদবিড়ালে খুদ খায় চালে নাচে ফিঙে, পুঁটি মাছে গীত গায় মাগুর বাজায় শিঙে।	কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল? তাইতে খোকা রাগ করেছে ভাত খায়নি কাল।
আতা গাছে তোতাপাখি ডালিম গাছে মউ, এত ডাকি তবু কথা কও না কেন বউ?	আয়রে পাখি লেজ-ঝোলা খোকন নিয়ে কর খেলা। খাবি দাবি কলকলাবি খোকনকে মোর ঘুম পাড়াবি।

খোকন খোকন ডাক পাড়ি খোকন গেছে কার বাড়ি? আয় রে খোকন বাড়ি আয়, দুধমাখা ভাত কাকে খায়।	কোথায় আমার চাঁদমণি মুচকি হাসি মুখখানি? ঝাঁপিয়ে কোলে আয় দেখি মা গাল ভরে দিই হাজার চুমা।
খোকা যাচ্ছে মামার বাড়ি খেয়ে যাবে কী? ঘরে আছে গমের ময়দা শিকেয় আছে ঘি। একটুখানি দাঁড়াও খোকা লুচি ভেজে দিই।	কুকুর বাজায় টুমটুমি বানর বাজায় ঢোল, টুনটুনিতে টুনটুনাল ইঁদুর বাজায় খোল। সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি চেয়ে দেখরে খোকনমণি।
দিদিমণির কোলে খুকুমণি দোলে। খুকু নড়লে নড়ে মাথার চুল, খুকুর মাথায় চাঁপাফুল।	গড়গড়ার মা লো — তোর গড়গড়াটা কই? হালের গোরু বাঘে খেয়েছে পিঁপড়ে টানে মই।
আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি। রেল কাম ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম। বলে গেছেন ডাক্তারবাবু, জল সাবু আর পাতিলেবু উপবাস তিনটি দিন অমাবস্যায় ঘোড়ার ডিম।	ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো, খাট নেই পালঙ নেই চোখে এসে বসো। বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও, খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও।
নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে, ওপারেতে ছেলেমেয়েরা নাইতে নেমেছে। দুই ধারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে, কে দেখেছে, কে দেখেছে? দাদা দেখেছে। দাদার হাতে কলম ছিল, ছুড়ে মেরেছে— উঃ, দাদা বড্ড লেগেছে।	ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চাম কাটে মজুমদার; ধেয়ে এলো দামোদর দামোদরের হাঁড়িকুঁড়ি, দুয়ারে বসে চাল কুটি চাল কুটতে হল বেলা, ভাত খাও'সে দুপুরবেলা, ভাতে পড়ল মাছি, কোদাল দিয়ে চাঁছি, কোদাল হল ভোঁতা খাও শেয়ালের মাথা।

দাদাভাই, চালভাজা খাই, ময়নামাছের মুড়ো। হাজার টাকার বউ এনেছি খাঁদা নাকের চুড়ো। খাঁদা হোক, বোঁচা হোক সব সইতে পারি, ঝামটা কাটা মুখ নাড়াটা ওই জ্বালাতেই মরি।	চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে রাত কেটেছে কত, তাইতে সোনা চাঁদের কণা পেয়েছি মনের মতো। ধনকে নিয়ে বনকে যাব আর করব কী? চুপটি করে বসে ধনের মুখটি নিরিখি।
মাসি পিসি বনগাঁবাসী, কখনও মাসি বলে না যে, খই মোয়াটা ধর। কীসের মাসি, কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন, এতদিনে জানলাম আমি, মা বড় ধন।	দোল দোল দোল কীসের এত গোল? খোকা যাবে বিয়ে কত্তে সাথে ছশো ঢোল। থামল ঢোলের রব খোকনমণি ঘুমিয়ে প'ল শান্ত হল সব।
কালিয়ে সোনা চাঁদের কণা, পেয়েছি মনের মতো, না জানি নদীর কূলে তপ করেছি কত।	আয় রে আয় মেনি খোকার দুধে চিনি। দুধু খাবেনা, রাগ করেছে খোকন যাদুমণি।
ফুলপরী ফুলপরী দাও রাঙা ফুল, খুকুর কানে পরিয়ে দাও ঝুমকো লতার দুল।	ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে নাচে ইলিশ মাছ, কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে, ভাঙছে কত গাছ।
ওখানে কে রে? আমি খোকা। মাথায় কি রে? আমের ঝাঁকা। খাস না কেন রে? দাঁতে পোকা। বিলোস না কেন রে? ওরে বাবা।	আমপাতা জোড়া জোড়া মারব চাবুক চলবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে বন্দুক ছুড়ে মেরেছে। অলরাইট ভেরি গুড, মেম খায় চা-বিস্কুট।
আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল শ্যামলা গেল হাটে, শ্যামলাদের ছেলে দুটো	আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ বাজে, বাজাতে বাজাতে চলল ঢুলি,

পথে বসে কাঁদে। আর কেঁদো না, আর কেঁদো না ছোলা ভাজা দেব, আর যদি না কাঁদো বাছা কোলে তুলে নেব। তবুও যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেব।	ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি, কমলাপুলির টিয়ে টা সূয্যিমামার বিয়ে টা। আয় লবঙ্গ হাটে যাই ঝালের নাড়ু কিনে খাই, ঝালের নাড়ু বড় বিষ ফুল ফুটেছে ধানে শিষ।
আয়রে আয় টিয়ে না'য়ে ভরা দিয়ে। না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে তাই না দেখে ভোঁদর নাচে, ওরে ভোঁদর ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।	আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড় কলা বাদুড়ের বে— টোপর মাথায় দে। দেখতে যাবে কে? চামচিকেতে বাজনা বাজায় খ্যাংরা কাঠি দে।
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান, এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান। বাপের বাড়ির তেল সিঁদুর, মালীদের ফুল, এমন খোঁপা বেঁধে দেব— হাজার টাকার মূল।	আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা — মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, কালো গরুর দুধ দেব, দুধ খাওয়ার বাটি দেব— চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা, সোনার কপালে আমার টি দিয়ে যা।
খোকা খেলে কোনখানে? শাল পিয়ালের বন পানে; সেখানে খোকা কী করে? খোকা খোকা ফুল পাড়ে।	হাঁকিয়ে দিয়ে "ট্যাক্সি" কাল আসছিল এক খ্যাঁকশিয়াল, সামনে এলে দেখতে পাই ক্ষ্যান্তমাসির নাতজামাই।
রামদীন পালোয়ান গায়ে দিয়ে আলোয়ান, বের হয়ে বাড়ি থেকে আঁধারেতে প্যাঁচা দেখে, চেঁচিয়ে সে বলে ডেকে, "আলো আন, আলো আন।"	দাদুর মাথায় টাক ছিল, সেই টাকে তেল মাখছিল, এমন সময় বোলতা এসে হুল ফুটিয়ে পালায় শেষে, ঘুলিয়ে দিল বুদ্ধি দাদুর, ফুলিয়ে দিল টাকটারে, কাঁদল দাদু ব্যথার চোটে, আনল ডেকে ডাক্তারে।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে, মাথায় খোলা ছাতা, হাঁস-বাবাজি খোসমেজাজে যাচ্ছে কলিকাতা। হিজলতলায় পিছল বেজায়, উলটে পড়ে ঠ্যাঙ ভেঙে যায়। তাইনা দেখে চ্যাংড়া ব্যাঙা বলল মাথা ঝেঁকে, ''হাঁস-বাবাজি ঠ্যাঙটি সারাও হাসপাতাল থেকে।''	খুড়োর ছিল উড়োজাহাজ, কল ছিল তার ভাঙা, সেই জাহাজে চলল খুড়ো শূন্যে পারুলডাঙা। গোত্তা খেয়ে মাঝ-আকাশে পড়ল খুড়ো নদীর পাশে, লজ্জা আর অপমানে মুখটি হল রাঙা, নদীর জলে সাঁতরে খুড়োর মনটি হল চাঙা।
ঠ্যাঙ খোঁড়া ওই হ্যাংলা ঘোড়ার নাইকো জুড়ি আর। তার ওপরে বসল চেপে হোঁতকা ভুড়িদার। পাঁচমণ সেই বোঝার ভারে হ্যাংলা ঘোড়া চলতে নারে, চিঁহি চিঁহি মিহি সুরে ডাকল কুড়িবার; বৃথাই তারে কোঁতকা মারে হোঁতকা ভুড়িদার।	ঠাকুরদাদার মুখটি ভরা লম্বা ছিল দাড়ি, সকালবেলা মাঠের পথে ফিরছিল সে বাড়ি। এমন সময় পথের বাঁকে ব্যাঙ-বাবাজি ডাকতে থাকে, তাই না শুনে ঠাকুরদাদার চমকে ওঠে নাড়ি, ডিগবাজি খায় পথের মাঝে বিকট আওয়াজ ছাড়ি।
নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে তাই না দেখে গাধা, মনের সুখে গান ধরেছে— সা-রে-গা-মা-পা-ধা। উঠল কেঁপে ও-পাড়া দৌড়ে এল ধোপারা, গায়ক গাধার গানের মাঝে পড়ল এবার বাধা; লাঠির চোটে কান্না ছোটে, গান হল না সাধা।	গামছা গলে রাম-ছাগলে খামখেয়ালে নাচছে, বিকট নাচের ভঙ্গি দেখে বেজায় হাসি পাচ্ছে। তালতলাতে যেমনি নাচে, দুম করে তাল পড়ল কাছে, তালের দেখা পেয়ে তার বড়ই খুশি চিত্ত, বেতাল ছেড়ে করল এবার নতুন তালে নৃত্য।
হনুমানের লেজটি ছিল বেজায় রকম লম্বা, জলার ধারে ফলার সারে, খায় সে পাকা রম্ভা।	এই মোলো তুই শেষে পুঁটি মাছ ধরলি? মিছিমিছি ওরে ভোঁদা ছি ছি একী করলি!

হঠাৎ লাগে বাগড়া, জলায় ছিল কাঁকড়া, বাগিয়ে দাঁড়া কামড় লাগায় হনুমানের পুচ্ছে, রম্ভা খাওয়া ছেড়ে হনু লম্ফ লাগায় উচ্চে।	পুকুরের কাছাকাছি সারাদিন বসে আছি, বড় মাছ পেলে তার ঘাড় দেব মটকে, না পেলেও ক্ষতি নাই পড়ব রে সটকে।
এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর, তারই মাঝে বসে আছেন শিব সওদাগর। শিব গেলেন শ্বশুরবাড়ি বসতে দিল পিঁড়ে, জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে। শালিধানের চিঁড়ে নয় রে বিন্নিধানের খই, মোটা মোটা সবরি কলা, আর কাগামারি দই।	আলুর পাতা থালু রে ভাই ভেরেন্ডা পাতা দই, সকল জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কই? ওই আসছে ওই আসছে মাঠ আলো করে, নেচে নেচে হেলেদুলে ঢাকাই কাপড় পরে। কাপড় দিলাম চোপড় দিলাম, কন্যে দিলাম দানে, তবু জামাই ভাত খান না, কীসের অভিমানে?
বেচারাম ডিম বেচে, কেনারাম কেনে, সেই ডিম রাখে কেনা হাঁড়ি ভরে এনে। একদিন ডিম ফুটে, বের হল বিদঘুটে কালো কালো কদাকার দাঁড়কাকগুলো, কেনা বলে, বেচারাম চোখে দিল ধুলো।	
এক যে রাজা, সে খায় খাজা, তার যে রানি, সে খায় ফেনি, তার যে ব্যাটা, সে খায় পাঁঠা, তার যে চাকর, সে খায় পাঁপড়, তার যে ঝি, সে খায় ঘি, আর দেয় ঘুম, তালগাছ পড়ে দুম।	

ইংরেজি ছড়া

Twinkle, twinkle little star Twinkle, twinkle little star how I wonder what you are! up above the world so high like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle little star how I wonder what you are?	টুইংকল টুইংকল লিট্‌ল স্টার টুইংকল টুইংকল লিট্‌ল স্টার হাও আই ওয়ান্ডর হোয়ট ইউ আর? আপ অ্যাবাভ্ দ্য ওয়ার্লড্ সো হাই লাইক আ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই। টুইংকল টুইকল লিট্‌ল স্টার হাও আই ওয়ান্ডার হোয়ট ইউ আর?
ঝিকমিক ঝিকমিক ছোট্ট তারা, আমি ভাবি তুমি কে! পৃথিবীর ওপরের কত উচুঁ ওই আকাশে, তুমি যেন একটা হিরের টুক্‌রো।	
Humpty Dumpty Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the King's men Could not put Humpty together again.	হাম্পটি ডাম্পটি হাম্পটি ডাম্পটি স্যাট অন আ ওয়ল হাম্পটি ডাম্পটি হ্যাড আ গ্রেট ফল্ অল্ দ্য কিংস হর্সেস অ্যান্ড অল্ দ্য কিংস মেন্ কুড নট পুট হাম্পটি টুগেদর আগেন।
ভীষণ মোটা একটা ডিমের মতো হাম্পটি-ডাম্পটি বসেছিল একটা পাঁচিলের ওপর। ওখান থেকে সে নিচে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল। রাজার সব ঘোড়া, আর লোকজন মিলেও আর ওকে জুড়তে পারল না।	
Jack and Jill Jack and Jill went up the hill To fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, And Jill came tumbling after.	জ্যাক্ অ্যান্ড জিল্ জ্যাক্ অ্যান্ড জিল্ ওয়েন্ট আপ্ দ্য হিল্ টু ফেচ্ আ পেইল ওফ ওয়াটর। জ্যাক ফেল্ ডাউন অ্যানড ব্রোক হিস্ ক্রাউন, অ্যান্ড জিল্ কেম টাম্বলিং আফটর্।
জ্যাক্ আর জিল্ পাহাড়ে উঠেছিল এক বালতি জল আনতে। জ্যাক্ পড়ে গিয়ে তার মাথা ফাটাল আর তার পিছন পিছন জিল্ও আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়ল।	

Baa baa black sheep	বা বা ব্ল্যাক শিপ
Baa baa black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full One for my master, one for my dame One for the little boy who lives down the lane.	বা বা ব্ল্যাক শিপ, হ্যাভ ইউ এনি উল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, থ্রি ব্যাগস্ ফুল্, ওয়ান ফর্ মাই মাস্টার, ওয়ান ফর্ মাই ডেম্ ওয়ান ফর্ দ্য লিট্ল বয় হু লিভ্স ডাউন দ্য লেন্।
কালো ভেড়া, তোমার কি কিছু পশম আছে? হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ আছে, তিন ব্যাগ ভর্তি। একটা আমার যে মালিক তার জন্য, একটা আমার বৌয়ের জন্য, আর একটা ওই গলিতে থাকে যে ছোট্ট ছেলেটা তার জন্য।	

২. যাচাই করা — শিশুর কোন্ ধাপের শেখা কেমন হল

৯ বছর বয়েসের আগে (প্রাথমিকের তৃতীয় শ্রেণি পার করে) কোনো লিখিত পরীক্ষা নেওয়া নয়। এক একজন শিশুকে কাছে ডেকে স্লেট পেনসিলে লিখতে ও পড়তে দিয়ে যাচাই করতে হবে কতটা কী শিখেছে।

প্রথম ধাপের শেষে

বাংলা—কী পারার কথা		কী দেখতে হবে
1	ছড়া বলা	সামনে এসে সোজা দাঁড়িয়ে আগে নমস্কার করে নাম বলবে, ও তারপর ছড়াটা জোরে স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে বলবে সপ্রতিভভাবে। কোনোমতে বলে ফেলা নয়।
2	পর পর বর্ণগুলো বলা	মাঝখান থেকে শুরু করলে বলতে পারে কি?
3	স্লেটে লিখে দেওয়া যেকোনো বর্ণকে চিনে বলা	এলোমেলো করে কয়েকটা বর্ণ লিখে শিশুকে দেখাতে হবে চিনে বলার জন্য। প্রায় একই উচ্চারণ ধ্বনি হয় এমন বর্ণগুলোর আলাদা নাম দেওয়া হয়, যেমন বর্গীয় জ আর অন্তস্থ য । এটা কি শিশুদের বলে দেওয়া হয়েছে?
4	যেকোনো বর্ণ স্লেটে লেখা	বিশেষ করে প, গ, খ, জ, ঙ ইত্যাদি। লেখার অভিমুখ বা হাত কীভাবে ঘুরছে দেখতে হবে। বইয়ে যেভাবে দেখানো আছে, সেভাবেই যেন হয়। নাহলে পরে টানা হাতে লেখা অসুবিধা হবে।

অঙ্ক—কী পারার কথা		কী দেখতে হবে
5	হাল্কা-ভারি, বেঁটে-লম্বা, ছোট-বড়, ইত্যাদি ও আগে-পরে, ওপরে-নিচে, ডাইনে-বাঁয়ে ইত্যাদি	ঠিকভাবে শেখানো হলে এগুলো তুলনা করে শিশুর বলতে পারার কথা। হাতের কাছে কিছু উদাহরণ দেখিয়ে যাচাই করতে হবে। এইগুলো শেখানোয় গুরুত্ব না দিলে পরে শিশুর বিশেষ অসুবিধা হবে।
6	10 পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা পরপর বলা	কোনো সংখ্যার ঠিক আগের ও ঠিক পরের সংখ্যা বলতে পারছে কি?
7	স্লেটে লিখে দেওয়া যেকোনো সংখ্যাকে চিনে বলা	এলোমেলো করে কয়েকটা সংখ্যা লিখে শিশুকে দেখাতে হবে চিনে বলার জন্য। ইংরেজি লেখা সংখ্যাগুলো কিন্তু বলা হবে বাংলায়। ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা যেন মিলিয়ে মিশিয়ে না শেখানো হয়।
8	কাঠি গুনে সংখ্যাটা বলা	স্লেটে কয়েকটা কাঠি এঁকে দিতে হবে গুনে বলার জন্য। দুটো দলে কাঠি গুনে সংখ্যা দিয়ে বলতে হবে কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট।
9	সংখ্যা লেখা পারে কি?	বিশেষ করে 5, 6, 9, 7, 1, 8, 4

দ্বিতীয় ধাপের শেষে

বাংলা—কী পারার কথা		কী দেখতে হবে
1	বাঁদিক থেকে ডানদিকে পাশাপাশি বর্ণ নিয়ে বানান করে পড়া	পাঠ 2.1 পড়ার সময় শব্দের ব্যঞ্জন বর্ণের শেষে 'অ' বা 'ও' ধ্বনি আসতে পারে আবার নাও পারে, যেমন 'শত', আর 'শখ'। এটা কি শিশুদের বলে দেওয়া হয়েছে?
2	কার-চিহ্ন চেনা ও পড়ে বলা	পাঠ 2.2 শব্দে বিভিন্ন কার-চিহ্ন পড়ে বলতে পারছে কি? বানান করে টানা বাক্য পড়তে পারছে কি? বাক্যে দাঁড়ি ও কমার মানে কি জানে?
3	খণ্ড ৎ, অনুস্বার ং, বিসর্গ ঃ ,চন্দ্রবিন্দু ঁ, দিয়ে শব্দ পড়ে বলা	পাঠ 2.3 পাঠগুলো বানান করে টানা পড়তে পারছে কি মোটামুটি? এই ধ্বনিগুলোর উচ্চারণে একটু আধটু ভুল পরে শুধরে যাবে।

ইংরেজি—কী পারার কথা		কী দেখতে হবে
4	পর পর বর্ণগুলো বলা	মাঝখান থেকে শুরু করলে বলতে পারে কি?
5	স্লেটে লিখে দেওয়া যেকোনো ছোট ও বড় হাতের বর্ণ চিনে বলা	এলোমেলো করে কয়েকটা বর্ণ লিখে শিশুকে দেখাতে হবে চিনে বলার জন্য। শিশুদের কি বলা হয়েছে যে এগুলো হল বর্ণের নাম ? এগুলোর উচ্চারণ ধ্বনি নানারকমের হতে পারে, যা আমরা পরে শিখব।
6	যেকোনো ছোট ও বড় হাতের বর্ণ স্লেটে লেখা	বিশেষ করে p, q, r, f, g ইত্যাদি। লেখার অভিমুখ বা হাত কীভাবে ঘুরছে দেখতে হবে। বইয়ে যেভাবে দেখানো আছে, সেভাবেই যেন হয়। নাহলে পরে টানা হাতে লেখা অসুবিধা হবে।
অঙ্ক—কী পারার কথা		**কী দেখতে হবে**
7	20 পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা পরপর বলা	কোনো সংখ্যার ঠিক আগের ও ঠিক পরের সংখ্যা বলতে পারছে কি?
8	স্লেটে লিখে দেওয়া যেকোনো সংখ্যাকে চিনে বলা	এলোমেলো করে কয়েকটা সংখ্যা লিখে শিশুকে দেখাতে হবে চিনে বলার জন্য। ইংরেজি লেখা সংখ্যাগুলো কিন্তু বলা হবে বাংলায়। ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা যেন মিলিয়ে মিশিয়ে না শেখানো হয়।
9	কাঠি গুনে সংখ্যাটা বলা, লেখা ও বোঝা	সংখ্যা লেখার গঠন কি বোঝানো হয়েছে? সংখ্যার বর্ণগুলো 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9-কেও অঙ্ক (ইংরেজিতে নাম্বার) বলে। এগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে বড় বড় সংখ্যা লেখা হয়। 9 পর্যন্ত সংখ্যায় লেখায় একটাই অঙ্ক হয়। কিন্তু 9-এর থেকে বড় 20 পর্যন্ত সংখ্যায় পাশাপাশি দুটো করে অঙ্ক হয়।
10	কাঠি গুনে সহজ যোগ	যোগ চিহ্ন + ও সমান চিহ্ন = কি চিনতে পারে? স্লেটে লিখে কাঠি গুনে সহজ যোগ করতে পারে কিনা।
11	হাতের কর গুনে যোগ	হাতের আঙুলের কোন্ করটা কোন্ সংখ্যা বোঝায় বলো। কর গুনে 20 পর্যন্ত সংখ্যার একটা যোগ করো ।
12	ওপরে-নিচে দুটো সংখ্যা লিখে সহজ যোগ	স্লেটে লিখে একটা সহজ যোগ করে দেখাও।